Registerd NO 52.

একমেবাদ্বিতীয়ং

দশম কল্প

তৃতীয় ভাগ

৪৬২ সংখ্যা

মাঘ ব্রাহ্মসম্বৎ ৫২

শক ১৮০৩

তত্ত্ববোধিনীপত্রিকা

ब्रह्मवा एकमिदमग्र आसीन्नान्यत् किञ्चनासीत्तदिदं सर्व्वमसृजत्। तदेव नित्यं ज्ञानमनन्तं शिवं स्वतन्त्रन्निरवयवमेकमेवाद्वितीयम् सर्व्वव्यापि सर्व्वनियन्तृ सर्व्वाश्रयसर्व्ववित् सर्व्वशक्तिमद्ध्रुवं पूर्णमप्रतिममिति। एकस्य तस्यैवोपासनया पारत्रिकमैहिकञ्च शुभम्भवति। तस्मिन् प्रीतिस्तस्य प्रियकार्य्य साधनञ्च तदुपासनमेव।

বিজ্ঞাপন

দ্বিপঞ্চাশ সাংবৎসরিক

ব্রাহ্মসমাজ।

---

১১ মাঘ সোমবার প্রাতঃকাল ৮ ঘণ্টার সময়ে আদি ব্রাহ্মসমাজ-গৃহে এবং সায়ংকাল ৭ ঘণ্টার সময়ে শ্রীযুক্ত প্রধান আচার্য্য মহাশয়ের ভবনে ব্রহ্মোপাসনা হইবে।

শ্রী জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর।

সম্পাদক।

ছান্দোগ্যোপনিষৎ।

চতুর্থপ্রপাঠকে পঞ্চমঃ খণ্ডঃ।

অথ হৈনমৃষভোঽভ্যুবাদ সত্যকাম ৩ ইতি। ভগব ইতি হ প্রতিশুশ্রাব প্রাপ্তাঃ সৌম্য সহস্রংস্ম প্রাপয় নআচার্য্যকুলং ॥ ১

'অথ হ এনং' সত্যকামং 'ঋষভঃ' 'অভ্যুবাদ' অভ্যুক্তবান 'সত্যকাম ইতি' সম্বোধ্য তং অসৌ সত্যকামঃ 'ভগব ইতি' 'হ প্রতিশুশ্রাব' প্রতিবচনং দদৌ। 'প্রাপ্তাঃ সৌম্য 'সহস্রংস্ম' পূর্ণা তব প্রতিজ্ঞা অতঃ 'প্রাপয়' 'নঃ' অস্মান্ 'আচার্য্যকুলং' ॥ ১

অতঃপর বৃষ ইহাকে অভিবাদন করিল, হে সত্যকাম! সত্যকাম প্রত্যুত্তর করিল, হে ভগবন্! বৃষ বলিল, হে সৌম্য আমাদের সহস্র পূর্ণ হইয়াছে, আমাদিগকে আচার্য্যকুলে লইয়া চল। ১

ব্রহ্মণশ্চ তে পাদং ব্রবাণীতি। ব্রবীতু মে ভগবানিতি। তস্মৈ হোবাচ প্রাচীদিক্কলা প্রতীচীদিক্কলা দক্ষিণাদিক্কলোদীচী দিক্কলৈষ বৈ সোম্য চতুষ্কলঃ পাদোব্রহ্মণঃ প্রকাশবান্নাম ॥ ২

কিঞ্চাহং 'ব্রহ্মণঃ চ' পরস্য 'তে' তুভ্যং 'পাদং' 'ব্রবাণি ইতি' কথয়ানি। ইত্যুক্তঃ প্রত্যুবাচ 'ব্রবীতু' কথযতু 'মে' মহ্যং 'ভগবান্ ইতি'। ইত্যুক্ত ঋষভঃ 'অস্মৈ' সত্যকামায় 'হ' 'উবাচ' 'প্রাচী দিক্ কলা' ব্রহ্মণঃ পাদস্য চতুর্থোভাগঃ। তথা 'প্রতীচী দিক্ কলা' তথা 'দক্ষিণা দিক্ কলা' 'উদীচী দিক্ কলা' 'এষঃ বৈ সোম্য' 'ব্রহ্মণঃ পাদঃ চতুষ্কলঃ' চতস্রঃ কলা অবয়বা যস্য সোঽয়ং চতুষ্কলঃ পাদোব্রহ্মণঃ 'প্রকাশবান্ নাম' প্রকাশবানিত্যেব নামাভিধানং যস্য ॥ ২

অতঃপর আমি তোমাকে ব্রহ্ম-পাদ বলি। সত্যকাম বলিল ভগবান্ আমাকে বলুন। তাহার

পরে বৃষ তাহাকে বলিল যে ব্রহ্মের এক কলা প্রাচী দিক, এক কলা প্রতীচী দিক, এক কলা দক্ষিণা দিক, এক কলা উদীচী দিক। হে সৌম্য ব্রহ্মের এই চতুষ্কল পাদের নাম প্রকাশবান্। ২

সযএতমেবংশ্চতুষ্কলং পাদং ব্রহ্মণঃ প্রকাশবানিত্যুপাস্তে প্রকাশবানস্মিঁল্লোকে ভবতি প্রকাশবতোহ লোকাঞ্জয়তি যএতমেবং বিদ্বাংশ্চতুষ্কলং পাদং ব্রহ্মণঃ প্রকাশবানিত্যুপাস্তে ॥ ৩

'সঃ যঃ' কশ্চিৎ 'এবং' যথোক্তং 'ব্রহ্মণঃ চতুষ্কলং পাদং' 'বিদ্বান্' 'প্রকাশবান্ ইতি' অনেন গুণেন বিশিষ্টং 'উপাস্তে' তস্যেদং ফলং। 'প্রকাশবান্ অস্মিন্ লোকে ভবতি' প্রখ্যাতোভবতীত্যর্থঃ। তথা দৃষ্টং ফলং। 'প্রকাশবতঃ হ লোকান্' দেবাদিসম্বন্ধিনো-হমৃতঃ সঃ 'জয়তি' প্রাপ্নোতি। 'যঃ এতং এবং বিদ্বান্ চতুষ্কলং পাদং ব্রহ্মণঃ প্রকাশবান্ ইতি উপাস্তে' ॥ ৩

যিনি এই প্রকার জানিয়া ব্রহ্মের এই প্রকাশবান্ নামক চতুষ্কল পাদের উপাসনা করেন তিনি এই লোকে প্রখ্যাত হন এবং পরকালে প্রকাশবান্ লোক-সকল প্রাপ্ত হন যিনি এই প্রকার জানিয়া প্রকাশবান্ নামক ব্রহ্মের এই চতুষ্কল পাদের উপাসনা করেন। ৩

ষষ্ঠঃ খণ্ডঃ।

অগ্নিষ্টে পাদং বক্তেতি। সহ শ্বোভূতে গা অভিপ্রস্থাপয়াঞ্চকার তাযত্রাভিসায়ং বভূবুস্তত্রাগ্নিমুপসমাধায় গাউপরুধ্য সমিধমাধায় পশ্চাদগ্নেঃ প্রাঙুপোপবিবেশ ॥ ১

'অগ্নিঃ' 'তে' 'পাদং' অবশিষ্টং 'বক্তা ইতি' উপররাম ঋষভঃ 'সঃ হ' সত্যকামঃ 'শ্বঃভূতে' 'গাঃ অভিপ্রস্থাপয়ান্চকার' আচার্য্যকুলং প্রতি 'তাঃ' শনৈশ্চরন্ত্য আচার্য্যকুলাভিমুখ্যঃ প্রস্থিতাঃ। 'যত্র' যস্মিন্ কালে দেশে 'সায়ং' নিশায়াং 'অভিবভূবুঃ' একত্রাভিমুখ্যঃ সম্ভূতাঃ 'তত্র' 'অগ্নিং উপসমাধায়' 'গাঃ উপরুধ্য' 'সমিধং আধায়' 'পশ্চাৎ অগ্নেঃ' 'প্রাক্' প্রাঙমুখে 'উপবিবেশ'। ১

অবশিষ্ট পাদ তোমাকে অগ্নি বলিবে, এই বলিয়া বৃষ নিরস্ত হইল। পর দিবস প্রাতঃকাল হইলে সত্যকাম জাবাল গৃহমুখে গরু ছাড়িয়া দিল। এবং তাহারা আচার্য্যাবাস প্রতি চলিতে চলিতে সায়ংকালে যেখানে সকলে একত্র হইল সেই স্থানে অগ্নি জ্বালিয়া গরু-সকলকে অবরুদ্ধ করিয়া সমিধ আহরণ করিয়া অগ্নির পশ্চাতে পূর্ব্বমুখে সত্যকাম উপবেশন করিল। ১

তমগ্নিরভ্যুবাদ সত্যকাম ৩ ইতি ভগব ইতি হ প্রতিশুশ্রাব ॥ ২

'তং' সত্যকামং 'অগ্নিঃ' 'অভ্যুবাদ' 'সত্যকাম ইতি' সম্বোধ্য তং অসৌ সত্যকামঃ হে 'ভগব ইতি হ' 'প্রতিশুশ্রাব' প্রতিবচনং দদৌ ॥ ২

তাহাকে অগ্নি অভ্যুবাদ করিল, সত্যকাম! সত্যকাম উত্তর করিল, ভগবন্। ২

ব্রহ্মণঃ সোম্য তে পাদং ব্রবাণীতি ব্রবীতু মে ভগবানিতি তস্মৈ হোবাচ পৃথিবী কলান্তরিক্ষং কলা দ্যৌঃ কলা সমুদ্রঃ কলৈষবৈ সোম্য চতুষ্কলঃ পাদোব্রহ্মণোহনন্তবান্নাম ॥ ৩

হে 'সৌম্য তে ব্রহ্মণঃ পাদং ব্রবাণি ইতি' 'ব্রবীতু মে ভগবান্ ইতি' 'তস্মৈ হ উবাচ' 'পৃথিবী কলা' 'অন্তরিক্ষং কলা' 'দ্যৌঃ কলা' 'সমুদ্রঃ কলা' 'এষঃ বৈ সোম্য চতুষ্কলঃ পাদঃ ব্রহ্মণঃ অনন্তবান্ নাম' ॥ ৩

অগ্নি বলিল, হে সৌম্য তোমাকে ব্রহ্ম-পাদ বলিব। সত্যকাম বলিল, বলুন মহাশয়। অগ্নি তাহাকে বলিল ব্রহ্মের এক কলা পৃথিবী, এক কলা অন্তরিক্ষ. এক কলা দ্যুলোক ও এক কলা সমুদ্র। হে সৌম্য, ব্রহ্মের এই চতুষ্কল পাদের নাম অনন্তবান্। ৩

সযএতমেবং বিদ্বাংশ্চতুষ্কলং পাদং ব্রহ্মণোহনন্তবানিত্যুপাস্তেহনন্তবানস্মিঁল্লোকে ভবত্যনন্তবতোহলোকাঞ্জযতি যএতমেবং বিদ্বাংশ্চতুষ্কলং পাদং ব্রহ্মণোহনন্তবানিত্যুপাস্তে ॥ ৪ ॥

'সঃ যঃ' কশ্চিৎ 'এতং এবং' যথোক্তং 'বিদ্বান্' 'ইতি উপাস্তে' 'অস্মিন্ লোকে অনন্তবান্ ভবতি' 'অনন্তবতঃ লোকান্ জযতি' 'যঃ এতং এবং বিদ্বান্ চতুষ্কলং পাদং ব্রহ্মণঃ অনন্তবান্ ইতি উপাস্তে' ॥ ৪

যিনি এই রূপ জানিয়া ব্রহ্মের এই চতুষ্কল

পাদকে অনন্তবান এই বলিয়া উপাসনা করেন তিনি এই লোকে অনন্তবান হন এবং অনন্তবৎ লোক-সকল জয় করেন, যিনি এই রূপ জানিয়া ব্রহ্মের চতুষ্কল পাদকে অনন্তবান বলিয়া উপাসনা করেন। ৪

সপ্তমঃ খণ্ডঃ।

হংসস্তে পাদং বক্তেতি। সহ শ্বো ভূতে গাঅভিপ্রস্থাপযাঞ্চকার তাযত্রাভি সায়ং বভূবুস্তত্রাগ্নিমুপসমাধায় গাউপরুধ্য সমিধং আধায় পশ্চাদগ্নেঃ প্রাঙুপোপবিবেশ ॥ ১ ॥

'হংসঃ তে পাদং বক্তা ইতি' উপররামাগ্নিঃ। 'সঃ হ শ্বঃ ভূতে গাঃ অভিপ্রস্থাপয়াঞ্চকার' 'তাঃ যত্র সাযং অভিবভূবুঃ' 'তত্র অগ্নিং উপসমাধায় গাঃ উপরুধ্য সমিধং আধায় পশ্চাৎ অগ্নেঃ প্রাক্ উপবিবেশ' ॥ ১

হংস তোমাকে ব্রহ্মের অন্য পাদ বলিবে, এই বলিয়া অগ্নি নীরব হইল। পর দিবস প্রাতঃকাল হইলে সত্যকাম জাবাল গৃহমুখে গরু ছাড়িয়া দিল। এবং তাহারা গৃহমুখে চলিতে চলিতে যেখানে সন্ধ্যাকালে সকলে একত্র হইল, সেই স্থানে অগ্নি জ্বালিয়া গরু সকলকে অবরুদ্ধ করিয়া, কাষ্ঠ আহরণ করিয়া অগ্নির পশ্চাতে পূর্ব্বমুখে বসিল।১

তং হংসউপনিপত্যাভ্যুবাদ সত্যকাম ৩ ইতি ভগব ইতি হপ্রতিশুশ্রাব ॥ ২ ॥

তত্র 'হংসঃ উপনিপত্য অভ্যুবাদ' 'সত্যকাম ইতি' ভগব ইতি হ প্রতিশুশ্রাব' সত্যকামঃ ॥ ২

সেই স্থানে হংস আসিয়া আহ্বান করিল, সত্যকাম! সত্যকাম প্রত্যুত্তর করিল ভগবন্।২

ব্রহ্মণঃ সোম্য তে পাদং ব্রবাণীতি ব্রবীতু মে ভগবানিতি তস্মৈ হোবাচাগ্নিঃ কলা সূর্য্যঃ কলা চন্দ্রঃ কলা বিদ্যুৎ কলৈষ বৈ সোম্য চতুষ্কলঃ পাদোব্রহ্মণোজ্যোতিষ্মান্নাম ॥ ৩ ॥

হে 'সৌম্য তে ব্রহ্মণঃ পাদং ব্রবানি ইতি' 'ব্রবীতু মে ভগবান্ ইতি' 'তস্মৈ হ উবাচ' 'অগ্নিঃ কলা' 'সূর্য্যঃ কলা' 'চন্দ্রঃ কলা' 'বিদ্যুৎ কলা' 'এষঃ বৈ সোম্য ব্রহ্মণঃ চতুষ্কলঃ পাদঃ জ্যোতিষ্মান্ নাম' ॥ ৩

হংস বলিল, হে সৌম্য তোমাকে ব্রহ্ম-পাদ বলিব। সত্যকাম বলিল, মহাশয় আমাকে বলুন। তাহাতে হংস বলিল, ব্রহ্মের এক কলা অগ্নি, এক কলা সূর্য্য, এক কলা চন্দ্র, এক কলা বিদ্যুৎ। হে সৌম্য ব্রহ্মের এই চতুষ্কল পাদের নাম জ্যোতিষ্মান্।৩

সযএতমেবং বিদ্বাংশ্চতুষ্কলং পাদং ব্রহ্মণোজ্যোতিষ্মানিত্যুপাস্তে জ্যোতিষ্মানস্মিল্লোঁকে ভবতি জ্যোতিষ্মতোহলোকাঞ্জয়তি যএতমেবং বিদ্বাংশ্চতুষ্কলং পাদং ব্রহ্মণোজ্যোতিষ্মানিত্যুপাস্তে ॥ ৪ ॥

'সঃ যঃ এতৎ এবং বিদ্বান্ চতুষ্কলং পাদং ব্রহ্মণঃ জ্যোতিষ্মান্ ইতি উপাস্তে' 'জ্যোতিষ্মতঃ হ লোকান্ জয়তি' 'যঃ এতৎ এবং বিদ্বান্ চতুষ্কলং পাদং ব্রহ্মণঃ জ্যোতিষ্মান্ ইতি উপাস্তে' ॥ ৪

যিনি এই রূপ জানিয়া ব্রহ্মের এই চতুষ্কল পাদকে, জ্যোতিষ্মান্, এই বলিয়া উপাসনা করেন, তিনি এই লোকে জ্যোতিষ্মান্ হন, এবং জ্যোতিষ্মান্ লোক সকল জয় করেন, যিনি এইরূপ জানিয়া ব্রহ্মের এই চতুষ্কল পাদকে জ্যোতিষ্মান্ বলিয়া উপাসনা করেন। ৪

অষ্টমঃ খণ্ডঃ।

মদ্গুষ্টে পাদং বক্তেতি সহ শ্বোভূতে গা অভিপ্রস্থাপযাঞ্চকার তাযত্রাভিসায়ং বভূবুস্তত্রাগ্নিমুপসমাধায় গাউপরুধ্য সমিধমাধায় পশ্চাদগ্নেঃ প্রাঙুপোপবিবেশ ॥ ১ ॥

হংসোঽপি 'মদ্গুঃ তে পাদং বক্তা' ইত্যুপররাম। মদ্গুরুদকচরঃ পক্ষী সচাপ্সু সম্বন্ধাৎ প্রাণঃ। 'সঃ হ শ্বঃ ভূতে গাঃ অভিপ্রস্থাপয়াঞ্চকার' 'তাঃ যত্র সায়ং অভিবভূবুঃ' 'তত্র অগ্নিং উপসমাধায়' 'গাঃ উপরুধ্য' 'সমিধং আধায়' 'পশ্চাৎ অগ্নেঃ প্রাক্ উপোপবিবেশ'॥১

জলচর পান-কৌড়ী তোমাকে অবশিষ্ট পাদ বলিবে, এই বলিয়া হংস নীরব হইল। পর দিবস প্রাতঃকাল হইলে সত্যকাম জাবাল গৃহমুখে গরু ছাড়িয়া দিল। এবং তাহারা গৃহ প্রতি চলিতে চলিতে সায়ংকালে যেখানে সকলে একত্র হইল, সেই খানে অগ্নি জ্বালিয়া গরু-সকল অবরুদ্ধ করিয়া সমিধ আহরণ করিয়া অগ্নির পশ্চাতে পূর্ব্বমুখে উপবেশন করিল। ১

তং মদ্‌গুরুপনিপত্যাভ্যুবাদ। সত্যকাম ৩ ইতি ভগবইতি হপ্রতিশুশ্রাব ॥ ২ ॥

'তং মদ্‌গুঃ উপনিপত্য অভ্যুবাদ' 'সত্যকাম ইতি' 'ভগব ইতি হ প্রতিশুশ্রাব' সত্যকামঃ ॥ ২

পান-কৌড়ী সেই স্থানে পতিত হইয়া কহিল সত্যকাম! সত্যকাম প্রত্যুত্তর করিল ভগবন্! ২

ব্রহ্মণঃ সোম্য তে পাদং ব্রবাণীতি। ব্রবীতু মে ভগবানিতি। তস্মৈহোবাচ প্রাণঃ কলা চক্ষুঃ কলা শ্রোত্রং কলা মনঃ কলৈষবৈ সোম্য চতুষ্কলঃ পাদোব্রহ্মণআয়তনবান্নাম ॥ ৩ ॥

হে 'সৌম্য তে ব্রহ্মণঃ পাদং ব্রবাণি ইতি' 'ব্রবীতু মে ভগবান্ ইতি' 'তস্মৈ হ উবাচ' 'প্রাণঃ কলা' 'চক্ষুঃ কলা' 'শ্রোত্রং কলা' 'মনঃ কলা' 'এষঃ বৈ সোম্য চতুষ্কলঃ পাদঃ ব্রহ্মণঃ আয়তনবান্ নাম' ॥ ৩

পান-কৌড়ী বলিল; হে সৌম্য আমি তোমাকে ব্রহ্ম-পাদ বলিব। তাহাতে সত্যকাম বলিল মহাশয় আমাকে বলুন। তখন তাহাকে বলিল, ব্রহ্মের এক কলা প্রাণ, এক কলা চক্ষু, এক কলা শ্রোত্র, এক কলা মন। হে সৌম্য ব্রহ্মের এই চতুষ্কল পাদের নাম আয়তনবান্। ৩

সযএতমেবং বিদ্বাংশ্চতুষ্কলং পাদং ব্রহ্মণআয়তনবানিত্যুপাস্তআয়তনবানস্মিঁল্লোকে ভবত্যায়তনবতোহ লোকাঞ্জয়তি যএতমেবং বিদ্বাংশ্চতুষ্কলং পাদং ব্রহ্মণ আয়তনবানিত্যুপাস্তে ॥ ৪ ॥

'সঃ যঃ এতং এবং বিদ্বান্ চতুষ্কলং পাদং ব্রহ্মণঃ আয়তনবান্ ইতি উপাস্তে' 'আয়তনবান্' আশ্রয়বান্ 'অস্মিন্ লোকে ভবতি' 'আয়তনবতঃ লোকান্ জয়তি' 'যঃ এতং এবং বিদ্বান্ চতুষ্কলং পাদং ব্রহ্মণঃ আয়তনবান্ ইতি উপাস্তে' ॥ ৪

যিনি এই রূপ জানিয়া ব্রহ্মের এই চতুষ্কল পাদকে, আয়তনবান্ এই বলিয়া উপাসনা করেন, তিনি এই লোকে আয়তনবান্ হন। এবং আয়তনবৎ লোক-সকল জয় করেন, যিনি এই প্রকার জানিয়া ব্রহ্মের এই চতুষ্কল পাদকে আয়তনবান্ বলিয়া উপাসনা করেন। ৪

বেদান্ত-দর্শন।

৪৬১ সংখ্যক পত্রিকার ১৬৬ পৃষ্ঠার পর।

অতঃপর পূর্ব্বোক্ত ঋগ্বেদাদি শাস্ত্রই ব্রহ্মের যথাবৎ স্বরূপ-জ্ঞানের প্রমাণ। এ স্থলে ভাষ্যকার পূজ্যপাদ শঙ্করাচার্য্য কহিয়াছেন।

"শাস্ত্রাদেব প্রমাণাজ্জগতোজন্মাদিকারণং ব্রহ্মাধিগম্যত। তং শাস্ত্রমুদাহৃতং পূর্ব্বসূত্রে, যতোবা ইমানি ভূতানি জায়ন্ত ইত্যাদি।"

কেবল শাস্ত্র-প্রমাণ দ্বারাই এই জগতের জন্ম-স্থিতি-ভঙ্গের কারণ ব্রহ্মের স্বরূপ নিরূপিত হয়। পূর্ব্বসূত্রে সেই শাস্ত্র-প্রমাণ উদাহৃত হইয়াছে। অর্থাৎ "যতোবা ইমানি ভূতানীত্যাদি" এই বেদ-বাক্য দ্বারা প্রথমে তটস্থ লক্ষণে ব্রহ্মনিরূপণ করিয়াছেন। পশ্চাৎ উক্ত শ্রুতি যে প্রকরণে আছে তাহার শেষ ভাগে "আনন্দাদ্ধ্যেব খল্বিমানি ভূতানি জায়ন্তে" আনন্দ হইতে এই ভূত সকল উৎপন্ন হয়; "রসোবৈ সঃ" সেই পরমাত্মা রসস্বরূপ; "সৈষা ভার্গবী বারুণী বিদ্যা পরমে ব্যোমন্ প্রতিষ্ঠিতা" বরুণ-প্রোক্তা ভৃগুকর্ত্তৃক বিদিতা এই ব্রহ্মবিদ্যা হৃদয়ের পরমাকাশে প্রতিষ্ঠিত; ইত্যাদি যে সমস্ত নির্ণয় ও সমাহার বাক্য আছে তাহার দ্বারা ব্রহ্মের স্বরূপ লক্ষণ প্রদর্শিত হইয়াছে। এ স্থলে জিজ্ঞাসা করিতে পার যে, যদি পূর্ব্বসূত্রেই উক্ত প্রকার শাস্ত্র-প্রমাণ সকল উদাহরণ দিয়া ব্রহ্মের শাস্ত্রযোনিত্ব, তটস্থ ও স্বরূপ লক্ষণ জ্ঞাপন করিয়াছেন, তবে এই বর্ত্তমান "শাস্ত্রযোনিত্বাৎ" সূত্র নিষ্প্রয়োজন। ইহার উত্তরে ভাষ্যকার কহিতেছেন।

"তত্র সূত্রাক্ষরেণ স্পষ্টং শাস্ত্রস্যানুপাদানাজ্জন্মাদি কেবলমনুমানমুপন্যস্তমিত্যাশঙ্কেত। তামাশঙ্কাং নিবর্ত্তয়িতুমিদং সূত্রং প্রবর্তে।"

পূর্ব্ব সূত্রের অক্ষর-বিন্যাসের মধ্যে স্পষ্ট বাক্যে "শাস্ত্র" অথবা "বেদ" শব্দ উক্ত না

হওয়ায়, কেহ আশঙ্কা করিতে পারেন যে, তথা জগতের জন্ম-স্থিতি-ভঙ্গ দ্বারা যে ব্রহ্ম-নিরূপণ করিয়াছেন, তাহা কেবল অনুমান উপন্যান দ্বারা বা প্রসঙ্গাধীন করিয়াছেন। তাদৃশ আশঙ্কা দূর করিবার নিমিত্তে এই শাস্ত্রযোনিত্বাৎ সূত্র উপস্থিত করা হইয়াছে এবং ইহার দ্বারা এই মীমাংসা হইল যে, "ঈশ্বর বেদের জন্মদাতা এবং প্রতিপাদ্য"। এই সূত্রোপলক্ষে আচার্য্যেরা পূর্ব্বপক্ষ করিয়াছেন যে পরব্রহ্মের স্বরূপ যেমন বেদবেদ্য সেইরূপ তাহা প্রত্যক্ষাদিরও গম্য কি না? এ আশঙ্কার এই উত্তর প্রদত্ত হইয়াছে।

"রূপরসাদ্যভাবান্নেন্দ্রিয়যোগ্যতালিঙ্গসাদৃশ্যাদিরাহিত্যাচ্চ নানুমানোপমানাদিযোগ্যতা উপনিষৎস্বেবাধিগতমিতি ব্যুৎপত্ত্যা নাবেদবিন্মনুতে তং বৃহন্তমিত্যাদ্যনিষেধশ্রুত্যা চ বেদৈকমেয়ত্বং।"

পরব্রহ্মেতে রূপ রসাদি নাই। সে জন্য তাঁহার স্বরূপ ইন্দ্রিয়-গোচর অর্থাৎ প্রত্যক্ষ-যোগ্য নহে। পরব্রহ্মেতে লিঙ্গসাদৃশ্যও নাই। সে জন্য তাঁহার স্বরূপ অনুমান ও উপমানের গ্রাহ্য নহে। কেবল একমাত্র শ্রুতি ও হৃদয়ের অনুভব-বলে তাঁহার জ্ঞান লাভ হয়। বেদবাক্য সকল বিচার দ্বারা হৃদয়ঙ্গম-রূপ অনুভবেতে পর্য্যবসিত হইলেই তাঁহার স্বরূপের অবগতি হয়। অতএব পরব্রহ্ম বেদবেদ্য ইহা সিদ্ধ হইল। "অথাতোব্রহ্ম-জিজ্ঞাসা" সূত্রে ভাষ্যকার কহিয়াছেন।

শ্রুত্যাদয়োঽনুভবাদয়শ্চ যথাসম্ভবমিহ প্রমাণং।

ব্রহ্মস্বরূপের জ্ঞানলাভার্থ শ্রুতি ও অনুভব উভয়ই প্রমাণ। অর্থাৎ বেদের কেবল উচ্চারণ-যোগ্য বাক্যমাত্র প্রমাণ নহে। এবং কেবল মাত্র অনুভবও প্রমাণ নহে। কিন্তু হৃদয়ঙ্গম হইয়া বেদবাণীর যে ব্রহ্মরূপ স্ফোর্ত্তি জন্মে তাহাই প্রকৃত বেদ এবং সেই বেদই ব্রহ্মজ্ঞানের প্রমাণ। এতাবতা এই মীমাংসা হইল যে বেদই ব্রহ্মের যথার্থ স্বরূপ জ্ঞানের হেতু।

কিন্তু এরূপ মীমাংসায় সন্দেহ দূর হইল না। কেননা, বেদের ব্রহ্ম-স্বরূপ-প্রতিপাদকতা ও ব্রহ্মপরতার বিরুদ্ধে বিস্তর আপত্তি আছে। মহাত্মা রামমোহন রায় স্বীয় বেদান্ত-ভাষ্য মীমাংসা করিবার মানসে পূর্ব্বপক্ষ করিয়াছেন—যথা

"বেদ ব্রহ্মকে কহেন এবং কর্ম্মকেও কহেন তবে সমুদয় বেদ কেবল ব্রহ্মের প্রমাণ কিরূপ হইতে পারেন?"

এই পূর্ব্বপক্ষের তাৎপর্য্য এই যে বেদের মধ্যে কেবলই যে ব্রহ্মস্বরূপ-প্রতিপাদক শ্রুতি আছে এমত নহে। কেননা আমরা দেখিতেছি যে তাহাতে ইন্দ্রাগ্নি, বায়ু, বরুণ, সূর্য্য, সোম, রুদ্র, বিষ্ণু, প্রজাপতি প্রভৃতি নানা দেবতার উদ্দেশে নানাবিধ যজ্ঞ বন্দনার বিধি, ও নানাবিধ ক্রিয়ার ফলশ্রুতি সকল বিদ্যমান আছে। অতএব সমস্ত বেদ ব্রহ্মস্বরূপকে প্রতিপন্ন করে ইহা বলা অযুক্ত এবং অশাস্ত্র। তবে জ্ঞানকাণ্ডীয় শ্রুতি সকল তাঁহার স্বরূপ-প্রকাশক এবং কর্ম্মকাণ্ডীয় শ্রুতি সমূহ দেবতা-জ্ঞাপক ইহা স্পষ্ট দেখা যাইতেছে। সেই জন্য বোধ হয়, পূজ্যপাদ শঙ্করাচার্য্য স্বীয় শারীরক ভাষ্যে কেবল বেদান্তের বিরোধী পূর্ব্ব-মীমাংসা পক্ষীয় নিম্নস্থ আপত্তি সকল বিচারার্থ উপস্থিত করিয়াছেন।

১ "বেদান্তানাং আনর্থক্যমক্রিয়ার্থত্বাৎ"

২ "কর্ত্তৃদেবতাদিপ্রকাশনার্থত্বেন বা ; ক্রিয়াবিধিশেষত্বমুপাসনাদিক্রিয়ান্তরবিধানার্থত্বং বা"।

৩ "নহি পরিনিষ্ঠিতবস্তুপ্রতিপাদনং সম্ভবতি প্রত্যক্ষাদিবিষয়ত্বাৎ পরিনিষ্ঠিতবস্তুনঃ তৎপ্রতিপাদনেচ হেয়োপাদেয়রহিতে পুরুষার্থাভাবাৎ"॥

এই সকল পূর্ব্বপক্ষের তাৎপর্য্যসহিত অর্থ এই যে (১) ব্রহ্মপ্রতিপাদক বেদবাক্য সকল যাহা সাধারণতঃ বেদান্ত শাস্ত্র নামে গৃহীত হয়, তাহা অক্রিয়াপর অর্থাৎ যজ্ঞাদি-ফলপ্রদ ক্রিয়াতে তাহার উদ্দেশ্য নাই।

সুতরাং তাদৃশ ক্রিয়াবর্জিত বেদান্তশাস্ত্র অনর্থক তাহার কোন প্রামাণ্যই হইতে পারে না। কেন না 'আম্নায়স্য ক্রিয়ার্থত্বাৎ' কেবল ক্রিয়ার জন্যই বেদের প্রতিষ্ঠা এই মীমাংসা জৈমিনীদর্শনে প্রকাশিত আছে। (২) তবে যদি বৈদান্তিকেরা এরূপ তৎপর্য্যে সম্মত হন যে, পূর্ব্বমীমাংসায় যজ্ঞ ও মন্ত্রাধিষ্ঠাতৃ যে সকল ফলদাতা দেবতার উল্লেখ আছে বেদান্তবাক্য সকল কেবল সেই সকল দেবতার জ্ঞাপক এবং বেদান্তদর্শনখানি ক্রিয়াবিধির দর্শনস্বরূপ পূর্ব্বমীমাংসার পরিশিষ্ট মান, তাহা হইলে ক্রিয়াপরত্ব জন্য ও ক্রিয়াধিষ্ঠাতৃ-দেবতা-প্রকাশক বিধায় বেদান্তের প্রামাণ্য হইতে পারে। নচেৎ পারে না। হয়, তাহাই বলিতে হইবে, ন হয়, বেদান্তশাস্ত্রকে সম্পূর্ণরূপে অন্যপ্রকার ক্রিয়ার শাস্ত্র বলিয়া মানিতে হইবে। তাহা এই। শ্রবণ, মনন, ধ্যান, ধারণা, নিদিধ্যাসন, এবং মোক্ষরূপ ফলদাতা দেবতারূপে ব্রহ্মের উপাসনা। পূর্ব্বমীমাংসাবাদীগণ কহেন যে, এ সকলও তো ক্রিয়া। সুতরাং যদি উপরি-উক্ত তাৎপর্য্য না গ্রহণ করা হয় তবে, এই শেষোক্ত তাৎপর্য্যানুসারে বেদান্তশাস্ত্রকে ক্রিয়ান্তর-বিধায়ক বল। যদি তাহা স্বীকার কর তবে তো বেদান্ত ক্রিয়ারই শাস্ত্র হইল। অতএব ব্রহ্মের বেদ-বেদ্যত্ব সপ্রমাণ হউক বা না হউক, উভয়ের অন্যতর দৃষ্টিতে বেদান্তের ক্রিয়াপরত্ব সুতরাং শাস্ত্রানুসারে প্রামাণ্য হইতে পারে। নচেৎ ক্রিয়ার্থে শূন্য বেদশাস্ত্রের যখন প্রামাণ্যই নাই, তখন তাহা সর্ব্বজ্ঞ ব্রহ্মের প্রমাণ হইতে পারে না। তাদৃশ স্থলে বেদ স্বয়ং অসিদ্ধ হইয়া কিরূপে ব্রহ্মের প্রমাণ হইবে? (৩) বিশেষতঃ অদৃষ্টফলা ক্রিয়ার প্রতিপাদনই বিধি।

"মন্ত্রাণাঞ্চ মন্ত্রাদীনাং ক্রিয়া তৎসাধনাভিধায়িত্বেন কর্ম্মসমবায়িত্বমুক্তং, ন ক্বচিদপি বেদবাক্যানাং বিধিসংস্পর্শমন্তরেণার্থবত্তা দৃষ্টোপপন্না বা"।

ক্রিয়া ও তাহার সাধনার্থ কর্ম্মসমবায়ী মন্ত্র সকল এ উভয়েরই সার্থকতা আছে। কিন্তু বিধি-সংস্পর্শ ব্যতিরেকে বেদ-বাক্যের অর্থবত্তা সিদ্ধ হয় না। মন্ত্র ও ক্রিয়াতে ফলদাতা রূপে যে দেবাধিষ্ঠান আছে, তাহাতে যে অদৃষ্ট ফল আছে, এবং ক্রিয়ার যে ফলোপযোগী সাধন, এই সকল অলৌকিক বিষয় প্রতিপাদনের নামই বিধি। তাহা লইয়াই বেদ। তাহাই প্রতিপাদনের যোগ্য ও প্রয়োজনীয়। কিন্তু ব্রহ্মকে যদি ফলদাতা দেবতারূপে বা অনুষ্ঠিত বিধিবিহিত ক্রিয়ার অলৌকিক ফলরূপে স্বীকার না কর তবে তাঁহাকে প্রতিপাদনের ফল কি? কেননা বৈদান্তিকেরা তাঁহাকে আত্মপ্রত্যয়ে, হৃদয়-স্পৃষ্ট অনুভবে, তত্ত্বজ্ঞানে এবং বেদান্তবিচারে প্রত্যক্ষ প্রসিদ্ধ, সর্ব্বত্র-সুলভ, এবং কূটস্থ বলিয়া গ্রহণ করেন। এতাদৃশ প্রত্যক্ষ ও প্রসিদ্ধ বস্তুর প্রতিপাদনে ফল কি? শাস্ত্রের তাদৃশ অভিপ্রায় সম্ভব নহে। কেননা যাহা কিছু প্রসিদ্ধ তাহা তো ক্রিয়াফলের ন্যায় দুর্লভ নহে, অদৃষ্টও নহে; সুতরাং তৎপ্রতিপাদনে কোন হেয়োপাদেয় না থাকায় তাহাতে পুরুষার্থ নাই।

মহাত্মা রামমোহন রায় ও পূজ্যপাদ শঙ্করাচার্য্য স্বীয় স্বীয় বেদান্তভাষ্যে মীমাংসা করিবার জন্য বিপক্ষদিগের পক্ষ হইয়া এই যে সকল পূর্ব্ব-পক্ষ উপস্থিত করিয়াছেন তাহা সনাতন। জ্ঞান ও ক্রিয়ার চিরবিরোধ। ফলকামী পুরুষের দৃষ্টিতে ক্রিয়াই পুরুষার্থ, জ্ঞান অনর্থক। জ্ঞানীর দৃষ্টিতে ফল অনিত্য এবং তৎসাধন জন্য ক্রিয়া পণ্ডশ্রম ও বাল্যলীলা মাত্র। বেদশাস্ত্র কামধেনু। তাহা কর্ম্ম ও ব্রহ্ম

উভয় তত্ত্বেই সমন্বিত হইতে পারে। কর্ম্মী, তাহার জ্ঞানকাণ্ডকে পর্য্যন্ত ক্রিয়া বলিয়া গণ্য করিতে পারেন এবং জ্ঞানী তাহার কর্ম্মকাণ্ডকে পর্য্যন্ত জ্ঞানে পরিসমাপ্ত করিয়া থাকেন। ইহার দৃষ্টান্ত অতি সংক্ষেপে দিতেছি। যদি কোন ব্যক্তি স্বীয় পীড়িত শিশুর আরোগ্য রূপ ফল লাভের নিমিত্ত গৃহে জ্ঞান-শাস্ত্র উপনিষৎ পাঠ করান সেস্থলে সে জ্ঞানশাস্ত্রও ক্রিয়াপর হইল। কেননা জ্ঞান অনুভবেতে ও আত্মপ্রত্যয়েই সিদ্ধ হয়। যেখানে জ্ঞান-শাস্ত্রের সে মর্য্যাদা রক্ষিত হয় না, কিন্তু কেবল ফলার্থে আদর হয়, সেখানে তাহা বিধির অন্তর্গত হইল। সে ক্ষেত্রে তাহার সহিত চণ্ডিগ্রন্থের বিশেষ কি। বেদান্ত শাস্ত্রকে অথবা ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রন্থকে যদি ভগবতী সরস্বতী দেবীর পূজার বেদীতে সিন্দূর, চন্দন ও পুষ্প-মালায় সজ্জিত করিয়া পূজা করা হয়, তবে তাহা কর্ত্তৃক ব্রহ্মজ্ঞান লাভ সম্ভবে না। কেবল নয় সাধক ভক্তিতে গদগদ হইলেন। কিন্তু সে ভক্তি জ্ঞান নহে। তাহা ক্রিয়ামাত্র। সেইরূপ কোন ব্রহ্মজ্ঞানী যখন ক্রিয়ায় ব্যবহৃত মন্ত্র সকলের ব্রহ্মরূপ পরমার্থ অনুভব করেন, কিন্তু অন্ধ হইয়া তাহার পাঠ মাত্রকে আপদশান্তিকর বা অদৃষ্ট-ফল-প্রদ না ভাবেন, তখন তাদৃশ মন্ত্র সকল অক্রিয়াপর অথবা ব্রহ্মপররূপে গণ্য হইয়া থাকে। ফলতঃ জ্ঞান যে ক্রিয়ার অঙ্গ নহে; জ্ঞানশাস্ত্র যে অনিত্য ফলের শাস্ত্র নহে, এবং জ্ঞান যে কেবল ব্রহ্মেরই জ্ঞাপক ইহাই বৈদান্তিক দৃষ্টি। ভগবান ব্যাসদেব নিম্নস্থ সূত্র উত্থাপন করিয়া ঐ দৃষ্টিকে দৃঢ়, এবং তদ্বিরোধী পূর্ব্বোক্ত প্রকারের আপত্তি সমূহের ভঞ্জন করিয়াছেন। তাহাতে আচার্য্যদিগের ব্যাখ্যা দ্বারা বেদ বেদান্তের ব্রহ্মপরতা স্থাপিত হইয়াছে।

পাতঞ্জল-দর্শন।

৪৬১ সংখ্যক পত্রিকার ১৬৮ পৃষ্ঠার পর।

সূত্র। যোগশ্চিত্তবৃত্তিনিরোধঃ ॥ ২ ॥

ভাষ্য। সর্ব্বশব্দাগ্রহণাৎ সংপ্রজ্ঞাতোঽপি যোগ ইত্যাখ্যায়তে।

চিত্তং হি প্রখ্যাপ্রবৃত্তিস্থিতিশীলত্বাৎ ত্রিগুণম্।

চিত্তের বৃত্তিনিরোধকে যোগ কহে। চিত্তের ভাব ও চিত্তের বৃত্তি একই কথা।

এই যোগ-লক্ষণে যদি সর্ব্বশব্দের উল্লেখ থাকিত অর্থাৎ সর্ব্ববৃত্তির নিরোধকে যদি যোগ বলা হইত তাহা হইলে যোগ পদে কেবল অসংপ্রজ্ঞাত সমাধিরই বোধ হইত। সংপ্রজ্ঞাত সমাধির কদাচ যোগ-ব্যবহার হইত না। যেহেতু সংপ্রজ্ঞাত অবস্থায় চিত্তের সকল বৃত্তির নিরোধ হয় না। রাজসী ও তামসী বৃত্তির নিরোধ হইলেও সাত্ত্বিকী বৃত্তির বিশেষরূপেই স্ফূর্ত্তি থাকে। অতএব সর্ব্বশব্দের উল্লেখ না থাকায় এক্ষণে ইহা স্পষ্ট বোধ হইতেছে যে, সূত্রকারের উভয়বিধ সমাধিকেই যোগ শব্দ দ্বারা উপস্থিত করিবার অভিপ্রায় আছে। যাহা হউক আবার প্রকৃত কথায় আসা যাউক।

চিত্তের বৃত্তি ত্রিবিধ। প্রকাশ প্রসাদ প্রভৃতি সুখজাতীয় কার্য্য দেখিয়া সত্ত্বগুণাত্মক (সাত্ত্বিক) বৃত্তির অনুমান করিয়া থাকি। প্রবৃত্তি (চাঞ্চল্য ও বেগ) পরিতাপ প্রভৃতি দুঃখজাতীয় কার্য্য দেখিয়া রজোগুণাত্মক (রাজসিক) বৃত্তির অনুমান করিয়া থাকি। এবং জড়তা আচ্ছন্নতা প্রভৃতি মোহজাতীয় কার্য্য দেখিয়া তমোগুণাত্মক (তামসিক) বৃত্তির অনুমান করিয়া থাকি। সুতরাং চিত্ত ত্রিগুণাত্মক।

ভাষ্য। প্রখ্যারূপং হি চিত্তসত্ত্বং রজস্তমোভ্যাং সংসৃষ্টমৈশ্বর্য্যবিষয়প্রিয়ং ভবতি।

ত্রিগুণাত্মক চিত্তের যখন সত্ত্ব ভাগ

কিঞ্চিৎ অধিক হয়, এবং রজঃ ও তমঃ, সত্ত্ব হইতে কিঞ্চিৎ ন্যূন হইয়াও পরস্পর সমান থাকে, তখন সেই ঈষন্মাত্র সত্ত্বাধিক্য প্রযুক্ত পারমার্থিক ঈশ্বর-তত্ত্ব গ্রহণে সমুৎসাহ জন্মে। আবার তৎপরক্ষণেই তমোগুণের প্রভাবে উহা নষ্ট হইয়া যায়। আবার হয় ত অণিমা প্রভৃতি প্রলোভনীয় ঐশ্বর্য্যগুলিকেই পারমার্থিক তত্ত্ববোধে আশ্রয় করিতে চায়। ক্ষণকাল আশ্রয়ও করে। কিন্তু দুঃখের বিষয়, সেখান হইতেও তাহাকে তাড়িত হইতে হয়। যেহেতু রজোগুণ পরিচালক হইয়া তাহার সততই শত্রুতাচরণ করিতেছে। কোনো একটা বিষয়ে স্থির হইতে না দেওয়াই রজোগুণের প্রবৃত্তি। অবশেষে সেই ঈষন্মাত্র সত্ত্বাধিক্যের ফল এইমাত্র হয় যে, ঐশ্বর্য্যাদিতে তাহার ভালবাসা মাত্র থাকিয়া যায়। ত্রিগুণাত্মক চিত্তের এইরূপ অবস্থা ঘটিলে যোগীরা তাহার বিক্ষিপ্ত নাম দিয়া থাকেন। বিক্ষিপ্তাবস্থায় চিত্ত ক্ষণ কালের জন্য স্থির থাকে, কিন্তু ক্ষিপ্তাবস্থায় তাহার ক্ষণ কালের জন্যও স্থৈর্য্যভাব থাকে না। অতএব বলা বাহুল্য বিক্ষিপ্ত চিত্ত, ক্ষিপ্ত অপেক্ষা উৎকৃষ্ট জাতীয়।

ভাষ্য। তদেব তমসানুবিদ্ধমধর্ম্মাজ্ঞানাবৈরাগ্যানৈশ্বর্য্যোপগং ভবতি।

ঐ চিত্তই যখন তমোগুণপ্রধান হয়, রজঃ ও সত্ত্ব ভাগ তদপেক্ষা ন্যূন হইয়া যায়, তখন প্রেরণ-স্বভাব রজোভাগ, তমের আচ্ছন্ন ভাবকে অপসারিত করিতে অসমর্থ হইয়া চিত্তকে সেই আচ্ছন্ন অবস্থাতেই সবলে তাড়িত করে, সুতরাং চিত্ত, সে অবস্থায় অধর্ম্ম অজ্ঞান অবৈরাগ্য ও অনৈশ্বর্য্য প্রভৃতি বিষয় সকলেই সুখবোধে ধাবিত হইয়া থাকে। এই চিত্তই মূঢ় চিত্ত। মূঢ় চিত্ত, ক্ষিপ্তচিত্ত অপেক্ষাও নিকৃষ্ট জাতীয়।

ভাষ্য। তদেব প্রক্ষীণমোহাবরণং সর্ব্বতঃপ্রদ্যোতমানমনুবিদ্ধং রজোমাত্রয়া, ধর্ম্মজ্ঞানবৈরাগ্যৈশ্বর্য্যোপগং ভবতি।

ঐ চিত্তই যখন সত্ত্বপ্রধান হইয়া যায়; রজোভাগ, উৎকৃষ্ট পারমার্থিক বিষয়ে চিত্তকে প্রেরণা করিবার উপযুক্ত মত থাকে এবং তমোভাগ একেবারে না থাকার মধ্যেই হয়, তখন ঐ সত্ত্ব-চিত্তের প্রকাশ-জ্যোতিতে তমের অপ্রকাশ বা আচ্ছন্ন-ভাব একেবারে ক্ষীণ হইয়া যায়। সুতরাং একাগ্রতা-ধর্ম্ম তখন সুন্দর রূপে আবির্ভূত হয়। এইরূপে সত্ত্বাধিক্য বশতঃ ঐ চিত্তই, একাগ্রধর্ম্মি হইয়া, ধর্ম্ম জ্ঞান বৈরাগ্য ও ঐশ্বর্য্যাদি শুভ বিষয় সকলে উপগত হয়। সংপ্রজ্ঞাত সমাধি এই চিত্তেই হইয়া থাকে। সুতরাং সংপ্রজ্ঞাত-সমাধি-সম্পন্ন ‘মধুভূমিক’ ও ‘প্রজ্ঞাজ্যোতিঃ’ নামক যে সকল মধ্যম ও অধম শ্রেণীর যোগীরা আছেন, তাঁহাদের দেহমধ্যেই এই চিত্ত আছে। অন্যত্র নাই। ইহা দ্বিতীয় শ্রেণীর একাগ্রচিত্ত। প্রথম শ্রেণীর একাগ্রচিত্ত আরও উন্নতিশীল।

ভাষ্য। তদেব রজোলেশমলাপেতং স্বরূপপ্রতিষ্ঠং সত্ত্বপুরুষান্যতাখ্যাতিমাত্রং ধর্ম্মমেঘধ্যানোপগং ভবতি। তৎ পরং প্রসংখ্যানমিত্যাচক্ষতে ধ্যায়িনঃ।

ঐ একাগ্রচিত্তেরই যখন ক্রমশঃ সেই যৎসামান্য রজোলেশ টুকুও ক্ষয় পাইবে, তখন সে, প্রকৃত স্বরূপে অর্থাৎ শুদ্ধসত্ত্ব-স্বরূপে অবস্থিত হইবে। প্রকৃতি পুরুষের বিবেক জ্ঞান ও শুদ্ধসত্ত্বভাব একই কথা। (প্রকৃতি পুরুষের বিবেক-জ্ঞানের বিবরণ পরে বক্তব্য থাকিল।) একাগ্রচিত্তে আসিয়া এই সময়ে “ধর্ম্মমেঘ” সমাধি থাকে। সমাধিশীল মহর্ষিরা ইহাকে “পরং প্রসংখ্যান” যোগ বলিয়া ব্যবহার করিয়া থাকেন। ইহা পূর্ব্বোক্ত একাগ্রচিত্ত অ-

পেক্ষাও উন্নতিশীল, সুতরাং ইহাকে প্রথম শ্রেনীর একাগ্রচিত্ত বলিতে পার।

ভাষ্য। চিতিশক্তিরপরিণামিন্যপ্রতিসংক্রমা দর্শিতবিষয়া শুদ্ধা চানন্তা চ। সত্ত্বগুণাত্মিকা চেয়ম্। অতোবিপরীতা বিবেকখ্যাতিরিতি, অতস্তস্যাং বিরক্তং চিত্তং তামপি খ্যাতিং নিরুণদ্ধি। তদবস্থং চিত্তং সংস্কারোপগং ভবতি। স নির্ব্বীজঃ সমাধিঃ। ন তত্র কিঞ্চিৎ সংপ্রজ্ঞায়তে ইত্যসংপ্রজ্ঞাতঃ। দ্বিবিধঃ স—"যোগশ্চিত্তবৃত্তিনিরোধঃ" ইতি ॥ ২ ॥

একাগ্রচিত্তে অবস্থিত বিবেকখ্যাতি রূপে পরিণতা সত্ত্ববুদ্ধি, কৈবল্য-জনক; সংসার-জনক নহে; এ কথা সত্য, তথাপি পর-বৈরাগ্যযুক্ত যোগীরা পরবৈরাগ্য দ্বারা রাজসী ও তামসী বুদ্ধির ন্যায় ইহাকে হেয় করিয়া থাকেন। তাঁহারা বিবেচনা করেন যে, সত্ত্ববুদ্ধিও ত গুণবৃত্তি,—পক্ষে ইহা স্থিরই আছে যে, গুন বা গুণবৃত্তি, সেই হেয়। তবে অন্যান্য রাজস বা তামস গুণ-বৃত্তির ন্যায় সত্ত্বগুণ-বৃত্তি অত্যন্ত হেয় নহে, এই মাত্র বিশেষ বটে। তাই বলিয়া কি ইহাতে দোষ নাই? সত্ত্ববুদ্ধির দ্বারা (অর্থাৎ বিবেক-বৃত্তি দ্বারা) স্বীকার করি, পুরুষ ও প্রকৃতির যে অভেদ অধ্যাস ছিল, যাহার দ্বারা পুরুষ, প্রকৃতি-গত সুখ দুঃখাদিও আপনাতে মানিয়া রাখিয়াছিল,—সেইটি নষ্ট হইল। কিন্তু এই অধ্যাস বা ভ্রম যে আর হইবে না তাহাতে যুক্তি কি? আবারও হইতে পারে! আবার যে হইতে পারে ইহাতে বেশ যুক্তি আছে। গুণবৃত্তির (বুদ্ধিবৃত্তির) সম্বন্ধ নিবন্ধন পুরুষে ঐরূপ অধ্যাস হয়, সুতরাং ঐ অধ্যাসের কারণ গুণবৃত্তির সম্বন্ধ। গুণবৃত্তির একেবারে নিরোধ না হইলে কিরূপে গুণবৃত্তির সম্বন্ধ নষ্ট হইবে। গুণবৃত্তির সম্বন্ধ যখন গেল না তখন কারণ থাকিতে কার্য্য কেন না হইবে? ইহাই যুক্তি। যদি বল, গুণবৃত্তি ত্রিবিধ বলা হইয়াছে, তাহার মধ্যে রাজসিক ও তামসিক গুণবৃত্তি সমস্তের সম্বন্ধ না থাকিলেই হইল, সাত্ত্বিক গুণবৃত্তিটুকু তাহাও সকল নহে একমাত্র বিবেকবৃত্তি থাকিলে ক্ষতি কি, বরং রাজসী ও তামসী গুণবৃত্তি সম্বন্ধে পুরুষের যে আপনাতে অন্য ধর্ম্মের ভ্রম হইয়াছিল সেই ভ্রমটি যখন সত্ত্ববৃত্তির দ্বারা নষ্ট হইল তখন ইহাকে রজোবৃত্তি ও তমোবৃত্তির ন্যায় পৌরুষ-ভ্রম-কারণ ত আর বলিতে পারি না কিন্তু পৌরুষ-ভ্রম-নাশ-কারণই বলিতে পারি। না, তাহা বলিতে পার না। নির্ম্মলী, জলে প্রক্ষিপ্ত হইলে জলের মল সকল নষ্ট করে সত্য, কিন্তু তাই বলিয়া কি সে নিজে মল নহে? অবশ্য সেও নিজে মল স্বীকার করিতে হইবে। এই জন্য সে, আপনিও নিবৃত্ত হইয়া থাকে। নির্ম্মলী, জানে, আমি যদি থাকি তাহা হইলেও জলের মল রহিয়া গেল। এইরূপ এখানেও বুঝিতে হইবে। অর্থাৎ যদিও সত্ত্ববুদ্ধি, পুরুষের অধ্যাস নিবারণ করিতেছে, সত্য, তথাপি সে নিজেও যে অধ্যাসের কারণ সুতরাং নিবর্ত্ত্যের মধ্যেই হইতেছে তাহার আর সন্দেহ নাই। যেহেতু সে নিজেও যে গুণ; গুণ হইলেই তাহার অন্ত বা শেষ আছে। যাহার শেষ আছে তাহার দুঃখও আছে। যাহার দুঃখ আছে তাহার বিষয়োপভোগ অবশ্যই আছে; যাহার বিষয়োপভোগ থাকিল তাহার প্রতি-সঞ্চারিতা আর কে না অনুমান করিতে পারিবে? অর্থাৎ তাহার বিষয়ে গমন পূর্ব্বক বিষয়াকার হওয়া এই একটি মহান্ দোষও আছে। এই রূপে সত্ত্ববুদ্ধির (বিবেক-বৃত্তি-রূপার) গুণত্ব নিবন্ধন যদি প্রতিসঞ্চারিতা-দোষ পর্য্যন্ত অনুমিত হইল, তবে ইহার পরিণামও আছে মানিতে হইবে। কেননা যাহার প্রতিসঞ্চার হয় সেই পরিণামি; এবং পরিণমনশীল পদার্থমাত্রই সংসার-

জনক, অর্থাৎ পৌরুষ অধ্যাসের কারণ অতএব এক্ষণে ইহা বলা বাহুল্য যে মর্ত্ত্য-দুঃখ-নিবর্ত্তিকা সুরসুন্দরী কামিনীর ন্যায় আশু-পরানন্দ-প্রসবিনী বিবেক-বৃত্তিরূপা এই সত্ত্ববুদ্ধিতেও যখন এই সত্ত্ববুদ্ধিরই পরিপাকে হেয়ভাব জন্মিবে, এবং ঐ সঙ্গে সঙ্গে চৈতন্য বা চিতিশক্তিতে এই সকল পরিণাম-দুঃখেরও অদর্শনে শ্রদ্ধাতিশয্য জন্মিবে তখন উহা আপনাপনিই নিরুদ্ধ হইয়া যাইবে। অর্থাৎ কেবল মাত্র চিত্তের সংস্কারাবশেষ থাকিবে, আর কিছুই থাকিবে না। এই সর্ব্ব-বৃত্তি-শূন্য সংস্কারাবশেষ একাগ্রচিত্তকে জ্ঞানপ্রসাদও বলা যাইতে পারে। এই জ্ঞানপ্রসাদ চিত্ত যে যোগীর ভাগ্যে উদিত হয়, তাহার শরীরে আর অধ্যাস হইবার কোন সম্ভাবনা থাকে না। সুতরাং সে তখন অবিলম্বেই শরীরচ্যুত—বিদেহ হইয়া কৈবল্য মুক্তি লাভ করিবার যোগ্য হইবে। এই সংস্কারাবশেষ জ্ঞান-প্রসাদ চিত্তকে নিরুদ্ধচিত্ত কহে। নিরুদ্ধ চিত্তের কোন আলম্বন থাকে না, এই জন্য এই অবস্থার সমাধিকে নিরালম্বন সমাধি কহে। এবং এই অবস্থার চিত্ত সর্ব্ববৃত্তি-শূন্য হওয়াতে কাজে কাজেই পুরুষের অধ্যাস-কারণ নাশ হয়, সুতরাং পুরুষ আর সংসারী হয় না, অর্থাৎ সংসার হইবার বীজটী একেবারে এরূপে দগ্ধ হয় যে আর তাহার কদাচ অঙ্কুরিত হইবার সম্ভাবনা থাকে না, এই জন্য এই অবস্থার সমাধিকে নির্ব্বীজ সমাধিও কহিয়া থাকেন। এবং এই অবস্থার চিত্তে কিছু মাত্র জ্ঞেয় থাকে না; এমন কি ঈশ্বর ও সংস্কারাবশেষ চিত্ত এই অবস্থায় এক হইয়া যায়। এই জন্য যোগীরা ইহাকে অসংপ্রজ্ঞাত সমাধিনামেও ব্যবহার করিয়া থাকেন।

অতএব উপসংহারে এরূপ বলা অসঙ্গত নহে যে, চিত্তের ক্ষিপ্ত, মূঢ়, বিক্ষিপ্ত এ তিনটি অবস্থায় চিত্ত-বৃত্তির নিরোধ নাই; সুতরাং ঐ তিনকে বাদ দাও। অবশিষ্ট রহিল একাগ্র ও নিরুদ্ধ। এই দুই অবস্থায় চিত্তবৃত্তির নিরোধ আছে। এই দুইটির মধ্যেও প্রথমটিতে সর্ব্বচিত্তবৃত্তির নিরোধ নাই বিবেকবৃত্তিরূপা সাত্ত্বিক চিত্তবৃত্তি টুকু থাকে, কিন্তু শেষটিতে সেটুকুও থাকে না। ফল তাহাতে কিছু ক্ষতি নাই, দ্বিবিধ চিত্তবৃত্তিনিরোধই যোগ হইতেছে; এই সকল কথা এতক্ষণ নিরূপিত হইল সুতরাং যোগ বলিতে সংপ্রজ্ঞাত ও অসংপ্রজ্ঞাত দ্বিবিধ সমাধিই বুঝিবে ॥ ২ ॥

বাঙ্গালা ভাষা ও বাঙ্গালা সাহিত্য।

৪৬১ সংখ্যক পত্রিকার ১৭৩ পৃষ্ঠার পর।

বিদ্যাপতির সমকালীন মৈথিল রাজবংশাবলী।

নাম	রাজ্যকাল (বৎসর)
রাজা দেবসিংহ দেব	৬১
রাজা শিবসিংহ দেব	৩।০
(শিবসিংহের পত্নীগণ।)	
রাণী পদ্মাবতী দেবী	১।০
রাণী লক্ষ্মী (লখিয়া) দেবী	৯
রাণী বিশ্বাস দেবী	১২

রাজা নরসিংহ দেব। *

ধীর সিংহ — ভৈরব সিংহ — রূপনারায়ণ পিতৃরাজ

* রাজা নরসিংহ দেব, শিবসিংহের ভ্রাতা।

বিদ্যাপতি, রাজা শিবসিংহের অনুজ্ঞায় সংস্কৃত ভাষায় নীতিবিষয়ক গ্রন্থ পুরুষ-পরীক্ষা রচনা করেন। বর্ত্তমান শতাব্দীর প্রারম্ভে ফোর্ট উইলিয়ম কালেজের অধ্যাপক হর-প্রসাদ রায় ঐ গ্রন্থ বাঙ্গালা ভাষায় অনুবাদ করিয়াছিলেন। উক্ত কালেজের কৌন্সি-লের অভিপ্রায়ানুসারে বাঙ্গালা পুরুষ-প-রীক্ষা ১৮১৫ খৃষ্টাব্দে শ্রীরামপুরে মুদ্রিত হইয়াছিল।

বিদ্যাপতি—"দুর্গাভক্তি তরঙ্গিণী" "দান-বাক্যাবলী" "বিবাদসার" প্রভৃতি কতিপয় সংস্কৃত গ্রন্থ রচনা করেন। এই সকল গ্রন্থ বাঙ্গালায় দুষ্প্রাপ্য। কিন্তু মিথিলায় বিদ্যা-পতি-রচিত গ্রন্থের অভাব নাই। দুর্গাভক্তি তরঙ্গিণী পাঠে জ্ঞাত হওয়া যায় যে ঐ গ্রন্থ নরসিংহ দেবের শাসনকালে কুমার রূপনা-রায়ণের আদেশে রচিত হইয়াছিল।

শিবসিংহ ৩৩৯ লক্ষ্মণাব্দে সিংহাসনে আরোহণ করেন। ইহার ২৬ বৎসর অন্তে নরসিংহ দেব মিথিলার রাজদণ্ড ধারণ ক-রেন। সেই নরসিংহ দেবের শাসনকালেও বিদ্যাপতি মৈথিল রাজসভায় উপস্থিত থাকিয়া কাব্য রচনা করিতেছিলেন। সুতরাং সনন্দের বিকৃত অব্দ পরিত্যাগ করিয়া আ-মরা বলিতে পারি যে বিদ্যাপতি ৩৩৯—৩৭১ লক্ষ্মণাব্দ (১৩৬৯—১৪০১ শকাব্দ) পর্য্যন্ত কাব্য রচনা করিয়া গিয়াছেন। বাঙ্গালী কবি চণ্ডীদাস যে মৈথিল কবি বিদ্যা-পতির সমকালীন তাহার প্রমাণ স্বরূপ বিদ্যাপতির সহচর রূপনারায়ণের রচিত একটী কবিতা এস্থলে উদ্ধৃত করা হইল।

"চণ্ডীদাস শুনি বিদ্যাপতি গুণ দরশনে ভেল অনুরাগ।

বিদ্যাপতি তব্ চণ্ডীদাস গুণ দরশনে ভেল অনুরাগ॥

দুহুঁ উৎকণ্ঠিত ভেল।

সঙ্গহি রূপনারায়ণ কেবল বিদ্যাপতি চলিগেল॥

চণ্ডীদাস তব্ রহুঁই না পারহি চললহি দরশন লাগি।

পন্থহি দুহুঁ জন দুহুঁ গুণ গাওত দুহুঁ হিয়ে দুহুঁ রহু জাগি॥

দৈবহি দুহুঁ দোহা দরশন পাওল লখই না পারই কোই।

দহুঁ দোহা নাম শ্রবণে তহি জানল রূপ-নারায়ণ গোই॥

তথা ভনে বিদ্যাপতি চণ্ডীদাস তথি রূপনারায়ণ সঙ্গে।

দুঁহু আলিঙ্গন করল তখন ভাসল প্রেম-তরঙ্গে॥"

বিমস্ সাহেব ও সোমপ্রকাশের সেই পত্রপ্রেরক চণ্ডীদাসের জন্ম ও মৃত্যুর যে অব্দ লিখিয়াছেন তাহা সঙ্গত বোধ হই-তেছে। চণ্ডীদাস খৃষ্টাব্দের পঞ্চদশ শতা-ব্দীর মধ্য ভাগে ও শালিবাহনাব্দের চতুর্দ্দশ শতাব্দীর শেষার্দ্ধভাগে জীবিত থাকিয়া ক-বিত্বের নিদর্শন স্বরূপ গীতাবলী রচনা করিয়া গিয়াছেন।

* * * * *
* * * * *

বিদ্যাপতি যেরূপ রাধাকৃষ্ণের লীলা বিষয়ক গীত রচনা করিয়াছেন সেইরূপ শিবসঙ্কীর্ত্তনও রচনা করিয়াছিলেন। চৈ-তন্য ও তাঁহার শিষ্যগণের কৃপায় কেবল বিদ্যাপতির রাধাকৃষ্ণের লীলাগীত বাঙ্গা-লায় প্রচলিত হইয়া বাঙ্গালা ভাষার কলে-বর পুষ্টি করিয়াছে।

প্রথম প্রস্তাবে বর্ণিত হইয়াছে যে হি-য়োন সাঙের সময়ে উত্তর-পশ্চিম বঙ্গ, মি-থিলা ও মগধের ভাষা এক ছিল। বিশে-ষত—পাল ও সেন রাজগণের শাসনকালে মিথিলা বাঙ্গালার রাজ-ছত্রের অধীন ছিল।—

বিদ্যাপতির সময়েও বঙ্গবাসীগণ মিথিলায় যাইয়া বিদ্যা শিক্ষা করিতেন। এমতাবস্থার বিদ্যাপতির সহিত আমাদের নৈকট্য সম্পর্ক ও তাহার ভাষার সহিত উত্তর পশ্চিম বঙ্গের তদানীন্তন কালের ভাষার কিয়ৎ পরিমাণে সাদৃশ্য নিতান্ত স্বাভাবিক। মৈথিল কবি বিদ্যাপতি মিথিলার প্রচলিত ও মিশ্র ভাষায় গীত রচনা করিয়াছেন। কিন্তু সেই প্রাচীন কাল হইতে বঙ্গীয় কবিগণ সাধ করিয়া হিন্দী-মিশ্রিত ভাষায় কবিতা রচনা করিয়া আসিতেছেন।—যথা

"তুহু একে রমণীশিরোমণি রসবতী কোন ঐছে জগমাহ।
তোহারি সমুখে শ্যামসঞে বিলসব কৈছন বস নিরবাহ॥
ঐছন সহচরী বচন শ্রবণধরি সরমে ভরমে মুখফেরি।
ঈষত হাসি মনে মনে তেয়াগল উলসিত দোঁহে দোহা হেরি।"

(চণ্ডীদাস।)

"কাহে পুন, গৌরকিশোর।
অবনত মাথে লিখিত মহীমণ্ডল নয়নে গলায় ঘন লোর॥
কনক বরণ তনু, ঝামর ভেলজনু, জাগরে নিদ নাহি ভায়।
যোই পরশে পুন, তাকবদন ঘন, ছল ছল লোচনে চায়॥
খেনে খেনে বদন পানিতলে ধারই ছোড়ই দীঘ নিশাস।
ঐ ছন চরিতে তারল সবনর নারী, বঞ্চিত——॥"

(গোবিন্দ দাস।)

"যতহুঁ নিরখত, অতহু বরিখত, নয়ন অবিরত বরিখে।"

(মদনমোহন তর্কালঙ্কার।)

"ঘাট বাট তট মাঠ ফিরি, ফিরনু বহু দেশ।
কাঁহা মেরে কান্ত বরণ কাঁহা রাজ বেশ॥
হিয়া পর রোপনু পঙ্কজ, কৈনু যতন ভারি।
সোহি পঙ্কজ কাঁহা মোর, কাঁহা মৃণাল হামারি॥"

* * * * *

"কাহে, সোই জীয়ত মরত কি বিধান?
ব্রজকিশোর সোই, কাঁহা গেল ভাগই,
ব্রজজন টুটায়ল পরাণ॥"

(শ্রীবঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।)

কাহ লো যমুনা জোছন ঢল ঢল
সুহাস সুনীল বারি?
আজু তোঁহারই উজল সলিল পর
নয়ন সলিল দিব ডারি।

(শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।)

বিদ্যাপতি চণ্ডীদাস রাধাকৃষ্ণ বিষয়ক গীত গুলি যে ভাষায় রচনা করিয়াছেন তাহাকে "ব্রজভাষা" বলে। ইহা যে মিথিলার ও উত্তর পশ্চিম বঙ্গের সেই সময়ের প্রচলিত ভাষা এরূপ অনুমান সঙ্গত নহে। কিন্তু বাঙ্গালার প্রাচীন কবিগণের ব্যবহার দ্বারা ইহা বাঙ্গালা ভাষার ক্ষীণ অঙ্গে অলঙ্কার স্বরূপ হইয়া রহিয়াছে।

বিদ্যাপতি নামযুক্ত দুই একটী অহিন্দী বাঙ্গালা গীত দৃষ্ট হয়। কিন্তু সেই গুলি বিদ্যাপতি-রচিত বলিয়া আমরা বিশ্বাস করিতে পারি না।

গীত-রচনা বিষয়ে বিদ্যাপতি খাঁটি বাঙ্গালী কবি জয়দেবের অন্তেবাসী বটেন। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে জয়দেবের প্রবর্ত্তিত ছন্দের অনুকরণেই বাঙ্গালা পয়ার ও ত্রিপদীর উৎপত্তি হইয়াছে। বিদ্যাপতিও জয়দেবের প্রবর্ত্তিত ছন্দের অনুকরণই করিয়াছেন।

বিদ্যাপতি শাক্ত ছিলেন কি বৈষ্ণব ছিলেন ইহা আপাতত আমরা বলিতে অক্ষম। কিন্তু "দুর্গাভক্তিতরঙ্গিণী" রচয়িতা শাক্ত হওয়ারই সম্ভব। আমরা বাল্যকালে বটতলায় মুদ্রিত একখানা বাঙ্গালা

"দুর্গাভক্তি চিন্তামনি" পাঠ করিয়াছিলাম যদি "দুর্গাভক্তি চিন্তামণি" বিদ্যাপতি-রচিত "দুর্গাভক্তি তরঙ্গিণীর" অনুবাদ কিম্বা তদবলম্বনে লিখিত হইয়া থাকে। এরূপ হওয়াই সম্ভব। তাহা হইলে বিদ্যাপতি নিশ্চয়ই শাক্ত ছিলেন। খৃষ্টধর্ম্মাবলম্বী মধুসূদনের "ব্রজাঙ্গনা" রচনা অপেক্ষা বিদ্যাপতির কৃষ্ণকীর্ত্তন আশ্চর্য্যজনক নহে। বিশেষতঃ দুর্গাভক্তি চিন্তামনি গ্রন্থে কৃষ্ণকে আদ্যা শক্তি দুর্গার একটী অবতার বলা হইয়াছে। অধিকন্তু রমেশ বাবু লিখিয়াছেন।

"We have seen before that, about the time of Bidyapati and Chandidas, Krishna was looked upon rather as a lover than as a deity, and that faith in Krishna consisted rather in sympathy for his amours than veneration for his godhead. Hence most of the poems of the period are about the amours of Krishna."

বিদ্যাপতি ও চণ্ডীদাস উভয়ই উচ্চ শ্রেণীর কবি। কিন্তু কোনও কোনও বিষয়ে বিদ্যাপতি চণ্ডীদাস হইতে একগ্রাম উচ্চ আসন পাইতে পারেন। বোধ হয় সংস্কৃত ভাষায় বিদ্যাপতির বিস্তৃত আধিপত্যই এই প্রভেদের একমাত্র কারণ। যাহা হউক এইক্ষণ আমরা তুলনায় সমালোচন করিয়া প্রবন্ধের কলেবর বৃদ্ধি করিব না।

ইতি দ্বিতীয় প্রস্তাব সমাপ্ত।

সত্য ধর্ম্ম।

ব্রাহ্মধর্ম্মের অপর একটি নাম সত্য ধর্ম্ম। ব্রাহ্মধর্ম্ম একমাত্র সত্য ধর্ম্ম। ব্রাহ্মধর্ম্ম কোন মনুষ্যের উদ্ভাবিত নহে। মনুষ্য-উদ্ভাবিত হইলে ইহা সত্য ধর্ম্ম হইত না, কেন না কোন মনুষ্য ভ্রমশূন্য ও প্রমাদ-বর্জ্জিত হইতে পারে না। ব্রাহ্মধর্ম্মের মত কোন বিশেষ মনুষ্যের মত নহে। ব্রাহ্মধর্ম্ম যখন সত্য ধর্ম্ম তখন যাহা কিছু সত্য তাহাই ব্রাহ্মধর্ম্মানুমোদিত। যাহা সত্য তাহা কখন ব্রাহ্মধর্ম্মের বিরুদ্ধ হইতে পারে না। ঈশ্বরের চক্ষে, তাঁহার পূর্ণ জ্ঞানে যাহা সত্য—চিরকাল যাহা সত্য বলিয়া বিদিত, তাহা কখনই ব্রাহ্মধর্ম্মের বিরুদ্ধ নহে। ব্রাহ্মধর্ম্ম যদ্যপি কোন সত্যের বিরুদ্ধ হয় তাহা হইলে উহা আর ব্রাহ্মধর্ম্ম নহে। কি বিজ্ঞান, কি দর্শন, কি ধর্ম্ম, কি সমাজ যে বিষয়ের যাহা সত্য তাহাই ব্রাহ্মধর্ম্মের অন্তর্গত। ব্রাহ্মধর্ম্ম কোন বৈজ্ঞানিক, কি দার্শনিক কি সমাজের উন্নতিসাধন সম্বন্ধীয় সত্যের বিরোধী নহেন। মানবজাতি যতই সকল প্রকার সত্য আবিষ্কার করিতে থাকিবে ততই ব্রাহ্মধর্ম্ম লোকসমাজে সমাদৃত ও পরিসেবিত হইতে থাকিবে, ততই ব্রাহ্মধর্ম্মাবলম্বী লোকের সংখ্যা বৃদ্ধি হইবে। সত্যের প্রচারই ব্রাহ্মধর্ম্মের প্রচার, সত্যের সমাদরই ব্রাহ্মধর্ম্মের সমাদর, সত্যগ্রহণ করাই ব্রাহ্মধর্ম্মগ্রহণ, সত্যপালনই ব্রাহ্মধর্ম্মপালন। সত্যের জয়ই ব্রাহ্মধর্ম্মের জয়। সকল প্রকার অসত্য দূরীকৃত ও সকল প্রকার সত্য আবিষ্কার করিয়া পৃথিবীতে সত্যের রাজ্য স্থাপনার্থই ব্রাহ্মধর্ম্মের আবির্ভাব। সত্যের রাজ্যস্থাপনই ব্রাহ্মধর্ম্মের রাজ্যস্থাপন। বর্ত্তমান শতাব্দীতে যে বিজ্ঞানের দ্রুত উন্নতি পরিলক্ষিত হয় তাহা কেবল মানবাত্মার যাহা সত্য তাহা আবিষ্কার করিবার ও জানিবার প্রবল চেষ্টার চিহ্নস্বরূপ। ব্রাহ্মধর্ম্ম বিজ্ঞানের উন্নতি দেখিয়া কিছুমাত্র ভীত হয়েন না, কেননা তাহা কেবল ব্রাহ্মধর্ম্মের সত্যতা প্রতিপাদন করিবার জন্য, ব্রাহ্মধর্ম্মের অধিকার বিস্তার করিবার জন্য পথ পরিষ্কার করিয়া দিতেছে। বিজ্ঞানের চর্চ্চা আজকাল যে নাস্তিকতা সংশয়বাদ, প্রভৃতি

ভ্রান্ত মত সকলের পুষ্টিসাধন করিতেছে তাহা কেবল বিজ্ঞানের অপূর্ণ উন্নতির চিহ্ন স্বরূপ। বিজ্ঞান যখন পূর্ণ অবস্থা প্রাপ্ত হইবে, যখন উহা সম্পূর্ণ রূপে ভ্রম-বিবর্জ্জিত হইবে, যখন উহা উন্নতির চরম সীমায় উপনীত হইবে, তখন বিজ্ঞান সম্পূর্ণ রূপে ব্রাহ্মধর্ম্মের অনুমোদিত হইবে, তখন উহা ব্রাহ্মধর্ম্মের সত্যতা জ্বলন্ত রূপে প্রতিপাদন করিয়া ব্রাহ্মধর্ম্মের ভিত্তিকে আরও দৃঢ়তর করিবে। অতএব নূতন নূতন বৈজ্ঞানিক সত্যের আবিষ্কার হইতে ব্রাহ্মধর্ম্মের শ্রীবৃদ্ধি ও উন্নতি ভিন্ন অবনতির কোন আশঙ্কা নাই। খ্রীষ্টীয়ান ও মুসলমান প্রভৃতি মনুষ্য-প্রবর্ত্তিত ধর্ম্ম-মত বিজ্ঞানের উন্নতি হইতে বিশেষ ক্ষতিগ্রস্ত হইবে, কেন না তাহাদের মনুষ্য-প্রবর্ত্তিত নানা মত বিজ্ঞানের আলোকে বিভাসিত হইলে উহাদের ভ্রম ও প্রমাদ স্পষ্ট প্রকাশিত হইয়া পড়িবে। ইতিপূর্ব্বেই খ্রীষ্টীয়ানদিগের বাইবলে এবং মুসলমানদিগের কোরাণে প্রতিপাদিত কতকগুলি মত বিজ্ঞানের দ্বারা ভ্রমাত্মক বলিয়া অকাট্য রূপে প্রতিপন্ন হইয়াছে। ব্রাহ্মধর্ম্মের মত কোন বিশেষ মনুষ্যের নহে। অতএব বিজ্ঞানের উন্নতিতে উহার কোন ক্ষতিগ্রস্ত হইবার সম্ভাবনা নাই, পরন্তু বিজ্ঞানের আলোকে প্রতিফলিত হইয়া ঐ সকল মতের সত্যতা ও যুক্তিযুক্ততা আরও উজ্জ্বল রূপে প্রতীয়মান হইবে।

এই সত্যধর্ম্ম—ব্রাহ্মধর্ম্ম সেই সকল সত্যের আশ্রয়-ভূমি সত্যের সত্য পরম সত্য—মহান সত্য-স্বরূপ ঈশ্বরের ধর্ম্ম। যে ধর্ম্ম সকল সত্যের সমষ্টি, যাহাতে মিথ্যার গন্ধ মাত্র নাই, ভ্রম যথায় পদার্পণ করিতে সক্ষম হয় না সে ধর্ম্ম সেই সত্যের প্রস্রবণ সত্য-স্বরূপ পরমেশ্বরেরই। এই সত্য ধর্ম্ম সেই পরম সত্য ঈশ্বরের ন্যায় অনন্ত। সত্য যেমন ঈশ্বরের ন্যায় অনন্ত তেমনি সত্যের সমষ্টি এই ব্রাহ্মধর্ম্মও অনন্ত। ইহা চির কালই আছে, চির কালই থাকিবে। ইহা ঈশ্বরের ধর্ম্ম—অতএব ইহা তাঁহার ন্যায় সত্য, তাঁহার ন্যায় পবিত্র, তাঁহার ন্যায় মহান, তাঁহার ন্যায় মঙ্গলকর, তাঁহার ন্যায় পূর্ণ। আমাদের জ্ঞান সঙ্কীর্ণ ও অপূর্ণ বলিয়া আমরা এই অনন্ত কাল হইতে বর্ত্তমান সত্য ধর্ম্ম—ব্রাহ্মধর্ম্ম সম্যকরূপে উপলব্ধি করিয়া আমাদিগকে চরিতার্থ করিতে সক্ষম হইতেছি না।

এই ব্রাহ্মধর্ম্মের মধ্যে একটি মিথ্যা মত প্রবেশ করিলেই ইহা আর ব্রাহ্মধর্ম্ম—সত্য-ধর্ম্ম থাকিবে না, তখন ইহা এক ব্রাহ্মধর্ম্ম-বিরুদ্ধ ধর্ম্মে—মিথ্যাধর্ম্মে পরিণত হইয়া পৃথিবীর নানা ভ্রান্ত ধর্ম্মের মধ্যে একটি ধর্ম্ম বলিয়া পরিগণিত হইবে। এই ব্রাহ্ম-ধর্ম্মকে অসত্য ও মিথ্যা হইতে অসংশ্লিষ্ট রাখিতে, ভ্রম ও কুসংস্কারের সংশ্রব হইতে, দূরে রাখিতে, এবং ইহার সত্যতা ও পবিত্রতা রক্ষা করিতে, উন্নত ও পরিমার্জ্জিত জ্ঞানের আবশ্যক। অজ্ঞানী ও মূর্খ লোক ইহার মধ্যে প্রবিষ্ট হইলে ইহাকে অবনত ও কলুষিত করিয়া, ইহার সত্যতা হরণ ও পবিত্রতা নষ্ট করিয়া ইহার বিনাশ সাধন করিবে। অতএব যাঁহারা ব্রাহ্ম হইবেন তাঁহাদের জ্ঞানী হওয়া নিতান্ত বিধেয়। জ্ঞানবান ও বুদ্ধিমান ব্যক্তিরাই ইহার মর্য্যাদা বুঝিতে সক্ষম। ব্রাহ্মদিগের মধ্যে ভক্তির চর্চ্চার সঙ্গে সঙ্গে জ্ঞানের সম্যক্ চর্চ্চা ও ক্রমোন্নতিসাধন বিশেষ রূপে আবশ্যক। আমরা আশা করি যাঁহারা ব্রাহ্ম হইবেন তাঁহারা আপনাদিগের এই মহান কর্ত্তব্য একবার ভাবিয়া দেখেন। যে দিবস হইতে কোন ব্যক্তি ব্রাহ্ম হয়েন সেই দিবস হইতে তিনি স্বীয় আধ্যাত্মিক বৃত্তি সকলের সহিত

মানসিক বৃত্তি সকলের সম্যক উন্নতি সাধন করিবার, স্বীয় ভক্তিভাবের সহিত জ্ঞানকে পরিপুষ্ট করিবার গুরুতর ভার আপনার স্কন্ধে গ্রহণ করেন। যিনি এপ্রকার ভার লইতে প্রস্তুত নহেন তিনি যেন ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রহণ করিয়া উহাকে অবনত ও কলুষিত করিবার সম্ভাবনা বৃদ্ধি না করেন। আমরা ঈশ্বরের নিকট কায়মনোবাক্যে প্রার্থনা করি তিনি তাঁহার ধর্ম্মকে অবনতির সকল সম্ভাবনা হইতে সর্ব্বদা রক্ষা করুন।

প্রকৃতি-যোগ।

প্রকৃতির সকল বস্তুতে সৌন্দর্য্য দর্শন করা, প্রকৃতির সহবাস অভ্যাস করা, এবং তন্নিমিত্ত আনন্দিত, মুগ্ধ ও উৎফুল্ল হওয়া এবং আত্মাকে উন্নত ও পবিত্র বোধ করাই প্রকৃতি-যোগ। এই প্রকৃতি-যোগ ব্রহ্মযোগে উত্থিত হইবার এক সোপানস্বরূপ। আত্মা যাহাতে ব্রহ্ম-যোগ-নিরত হইবার উপযুক্ত হয় প্রকৃতি-যোগ উহাকে তদনুরূপ উন্নত ও পবিত্র করে। প্রকৃতি-চিন্তা হইতে আমরা সহজে ঈশ্বর-চিন্তায় উত্থিত হই। প্রকৃতির সৌন্দর্য্য ও মহিমা দর্শনে মুগ্ধ হইতে পারিলে, এবং প্রকৃতির পবিত্রতা সম্যক উপলব্ধি করিতে পারিলে সহজেই আমরা ঈশ্বরের সৌন্দর্য্য, মহিমা ও পবিত্রতা অনেক পরিমাণে উপলব্ধি করিতে পারি। যে ব্যক্তি প্রকৃতি-প্রেমোন্মত্ত, তিনি যে কালে ঈশ্বর-প্রেমোন্মত্ত হইবেন তাহার নিদর্শন দিয়াছেন, যে ব্যক্তি প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যে মুগ্ধ, তিনি যে কালে ঈশ্বর-সৌন্দর্য্যে মুগ্ধ হইবেন তাহার প্রমাণ দিয়াছেন। ব্রহ্মদর্শন ও ব্রহ্মের সহিত যোগ নিবদ্ধ করিবার জন্য যে শিক্ষা আবশ্যক, প্রকৃতি-যোগ হইতে আমরা তাহা প্রাপ্ত হই। প্রকৃতি দেবী ব্রহ্ম-যোগের এক প্রধানা শিক্ষয়িত্রী। যদি কল্পনা করা যায় যে ঈশ্বর এক বিশাল মন্দির মধ্যে বিরাজ করিতেছেন, তাহা হইলে প্রকৃতি দেবী সেই ব্রহ্ম-মন্দিরের দ্বারের রক্ষয়িত্রী স্বরূপা। তাঁহার সহায় গ্রহণ করিলে তিনি আমাদিগের হস্ত ধারণ করত পরব্রহ্মের সম্মুখে লইয়া যান। প্রকৃতি-যোগ ব্রহ্ম-যোগের জন্য আত্মাকে বিশেষ রূপে প্রস্তুত করে। যখন প্রকৃতি-যোগ আত্মাকে ব্রহ্ম-যোগে উত্থিত করে, যখন পরব্রহ্মের মহিমা, সৌন্দর্য্য ও পবিত্রতার অতুল জ্যোতি আমাদিগের আত্মার নিকট প্রকাশিত হয়, তখন আর প্রকৃতির মহিমা, সৌন্দর্য্য ও পবিত্রতা আমাদিগের মনকে আকর্ষণ করিতে পারে না। তখন ব্রহ্মের মহিমার নিকট প্রকৃতির মহিমা তুচ্ছ বলিয়া বোধ হয়, তখন ব্রহ্মের সৌন্দর্য্যের তুলনায় প্রকৃতির সৌন্দর্য্য আর সুন্দর বলিয়া প্রতীয়মান হয় না, তখন ব্রহ্মের পবিত্রতার সম্মুখে প্রকৃতির পবিত্রতা মলিন হইয়া যায়। প্রকৃতি-যোগের চরমাবস্থা ব্রহ্ম-যোগের আরম্ভ। প্রকৃতি-যোগ ব্রহ্ম-যোগে লয় প্রাপ্ত হয়। যেমন সমুদ্রগামী স্রোতস্বতীতে অঙ্গ ঢালিয়া দিলে এক কালে উহা আমাদিগকে বিশাল সমুদ্রে লইয়া গিয়া উপস্থিত করে, তেমনি প্রকৃতি-যোগ রূপ স্রোতস্বতীতে আত্মা ভাসমান হইলে উহা এক সময়ে আমাদিগকে ব্রহ্মযোগ রূপ বিশাল মহান সমুদ্রে লইয়া গিয়া উপস্থিত করে।

প্রকৃতি-প্রেম প্রত্যেক হৃদয়েই নিহিত আছে। প্রকৃতি-যোগে যোগী হওয়াই প্রকৃতি-প্রেমের উপযুক্ত ব্যবহার। প্রকৃতির সহিত যোগ নিবদ্ধ করা সকলেরই কর্ত্তব্য।

প্রকৃতির সহিত যোগ নিবদ্ধ করিতে পারিলে প্রকৃতির মহান ভাব, পবিত্রতা ও সৌন্দর্য্য আমাদিগের আত্মায় প্রতিভাত হইয়া আমাদিগের আত্মা উন্নত, পবিত্র ও ও সুন্দর হয় এবং ব্রহ্মযোগে যোগী হইবার জন্য উপযুক্ত হয়। প্রকৃতি-যোগের এই উপকারিত্ব উপলব্ধি করিয়া পুরাকালে ভারত বর্ষের যোগনিরত সাধুগণ পার্ব্বত্য ও আরণ্য প্রদেশে যথায় প্রকৃতির মহান, পবিত্র ও সুন্দর বস্তু সকলের সহবাস লাভ করা যায় তত্তৎ স্থানে বাস করিতেন। প্রকৃতি-যোগ ব্রহ্মযোগে উত্থিত হইবার একটি বিশেষ উপায় ও সাহায্য স্বরূপ, ব্রাহ্মগণ ইহা যেন বিস্মৃত না হয়েন।

দেবগৃহে দৈনন্দিন লিপি।

ব্রাহ্ম সম্বৎ ৫০।

২৯ পৌষ, সোমবার। অদ্য সন্ধ্যার সময় যা, বাবুর সঙ্গে বেড়াই। যা, বাবুর কথোপকথন হৃদয়গ্রাহী। তাঁহার বিলক্ষণ কথোপকথনের ক্ষমতা আছে। কথোপকথনের ক্ষমতা একটি স্বতন্ত্র ক্ষমতা। অনেক ব্যক্তি এমন আছেন যাঁহাদিগের অন্য বিষয়ে ক্ষমতা আছে কিন্তু এ বিষয়ে নাই।

৩০ পৌষ, মঙ্গলবার। অদ্য প্রাতে শ্যা—বাবু ও চ—বাবুর সহিত সাক্ষাৎ করি। চ—বাবুর নিকট "রামজী উল্‌টো বুঝিলেন" এই গল্প করা হয়, তাহাতে বিলক্ষণ হাসি হয়। কোন ব্যক্তি একটি ঘোড়া জন্য রাস্তায় বসিয়া রামজীর তপস্যা করিতেছিল। সেই সময়ে ফৌজ যাইতেছিল। সেই ফৌজের কোন সিপাহীর ঘোটক পীড়িত হইয়া চলৎশক্তি রহিত হয়, সিপাহী সেই ঘোড়া তপস্বীর ঘাড়ে চাপাইয়া লইয়া যায়, তাহাতে সে ব্যক্তি বলিল "রামজী উলটো বুঝিলেন, কোথায় আমি ঘোড়ার উপর যাইব তা না হইয়া ঘোড়া আমার উপর চলিল"। *

২ মাঘ, বৃহস্পতিবার। অদ্য প্রাতে ধাড়ওয়া নদী তীরে গিয়া তাহার উপকূলস্থ শিলাখণ্ডের উপর উপবিষ্ট হইয়া কিয়ৎকাল ঈশ্বর-চিন্তা করি। অদ্য বয়েসী সাহেবের একটী "সার্মন" পাঠ করি। এই সার্মনে তিনি প্রমাণ করিয়াছেন যে প্রকৃত ধর্ম্মভাব সম্বন্ধে নিউটেসট্‌মেণ্ট্‌ অপেক্ষা ওলড্‌টেসট্‌মেণ্ট্‌ উৎকৃষ্ট।

৩ মাঘ, শুক্রবার। অদ্য বয়েসী সাহেবের সার্মন [Langham Hall Pulpit Vol II. No. 1. 41, 42. পাঠ করি। ৪২ সংখ্যক সার্মনে প্রত্যক্ষবাদী (Positivist) দিগকে বিলক্ষণ আড়ে হাত লওয়া হইয়াছে।

৫ মাঘ, রবিবার। অদ্য মধ্যাহ্নে মাষ্টারদিগের বাসায় দেবগৃহের অনেকের সঙ্গে একত্রে আহার করি। বৈকালে কথোপকথন সভা হয়। এই সভা নানা বিষয়ে কথোপকথন করিবার জন্য প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। আপাততঃ সামাজিক বিষয়ে কথোপকথন হইতেছে। কিন্তু ক্রমে ধর্ম্ম-প্রসঙ্গ আনিবার আমার ইচ্ছা আছে। আমি উক্ত সভায় জাতিত্বের উপাদান বিষয়ে বলি। আমি বলিলাম যে (১) শারীরিক লক্ষণ (২) পরিচ্ছদ (৩) দেশ (৪) রাজনৈতিক অবস্থা (৫) মানসিক ও নৈতিক প্রকৃতি (৬) আচার ব্যবহার (৭) ধর্ম্ম (৮) ভাষা (৯) অতীত পুরাবৃত্ত জাতিত্বের উপাদান। কিন্তু ইহার মধ্যে ভাষা সর্ব্বাপেক্ষা স্থায়ী তাহা বিলুপ্ত

---

* এই গল্প করা অবধি "রামজী উলটা বুঝিলেন" এই বাক্য এখানকার ভদ্রলোকদিগের মধ্যে একপ্রকার জন-সাধারণ বাক্য হইয়া উঠিয়াছে।

হইলে আর জাতিত্বের কোন চিহ্নই থাকে না। †

৭ মাঘ, মঙ্গলবার। অদ্য Theosophist পাঠ করি। এই সাময়িক পত্রিকাটী অতি চমৎকার। ছেলেবেলা ঠাকুরমার মুখে যেরূপ মহাপুরুষের ও ভূতের গল্প শুনিতাম সেইরূপ ইহাতে দেখিতে পাইলাম। যাহা হউক, যোগশাস্ত্রে উল্লিখিত যোগীর অলৌকিক ক্ষমতাতে আমার কিছু বিশ্বাস আছে। ভূকৈলাসের যোগী তাহার প্রমাণ। কর্ণেল অল্‌কট্ কিছু উৎকেন্দ্র (eccentric) ব্যক্তি, কিন্তু তাঁহার ভারতবর্ষের প্রতি প্রগাঢ় অনুরাগ ও তাহার উন্নতি-সাধন জন্য যত্নকে প্রশংসা করিতে হইবে। আর তিনি যোগের ও মেস্মর তত্ত্বের মাহাত্ম্য বিষয়ে যাহা বলেন তাহা সম্পূর্ণ রূপে অমূলক নহে।

১১ মাঘ, শনিবার। অদ্য বৈকালে ১১ই মাঘ উপলক্ষে আমার আলয়ে উপাসনা হয়। তাহাতে নগরস্থ সকল বাঙ্গালী ভদ্রলোক ও পাণ্ডাবংশীয় গিরিজানন্দ বাবু উপস্থিত থাকেন। এই উপাসনা উপলক্ষে যে বক্তৃতা করি সেই বক্তৃতাতে প্রথমে ১১ মাঘ দিবস রামমোহন রায় দ্বারা ব্রাহ্ম-সমাজ-গৃহ-প্রবেশের দিবস বলিয়া উক্ত মহাত্মার গুণ কীর্ত্তন করি। তৎপরে ব্রাহ্মধর্ম্মের অভাবাত্মক মত ও ভাবাত্মক মত সকল বিবৃত করি। অত্রত্য অনেকে ব্রাহ্মধর্ম্মের মত বিশেষ রূপে পরিজ্ঞাত নহেন বলিয়া এই রূপ করি। ব্রাহ্মধর্ম্মের অভাবাত্মক মত—(১) সকল প্রকার পৌত্তলিকতার অভাব, নানা কল্পিত দেব দেবীর উপাসনার অভাব, শিখ্‌দিগের ন্যায় গ্রন্থ-পূজার অভাব, অবতারে বিশ্বাসের অভাব, প্রত্যাদেশে বিশ্বাসের অভাব। (২) ঈশ্বর বিষয়ে ব্রাহ্মধর্ম্মের ভাবাত্মক মত এই যে ঈশ্বর অদ্বিতীয়, নিরাকার, অনন্তদেশ-ব্যাপী, অনন্তকালস্থায়ী, অনন্তজ্ঞানবিশিষ্ট অনন্তশক্তিবিশিষ্ট এবং অনন্তকরুণাবিশিষ্ট। পরকাল বিষয়ে তাহার মত এই যে আত্মার অনন্ত কাল ক্রমশঃ উন্নতি হইবে এবং আত্মপ্রসাদই স্বর্গ, আত্মগ্লানিই নরক। কর্ত্তব্য বিষয়ে ঐ ধর্ম্মের মত এই যে ঈশ্বরে প্রীতি করা ও তাঁহার প্রিয়কার্য্য সাধন করা কর্ত্তব্য। ঈশ্বরের প্রিয়কার্য্য সাধন বিষয়ে বলিবার সময় একটি গল্প করি। ইটালী দেশীয় কাউণ্ট উপাধিধারী কোন ব্যক্তি নানা কারণে মানব জীবনের প্রতি বিরক্ত হইয়া আত্মহত্যা-মানসে নদীর সেতু হইতে নদীতে যেমন পড়িতে যাইবেন পশ্চাদ্দেশ হইতে কোন দরিদ্র বালক তাঁহার কোর্ত্তার কিনারা ধরিয়া টানিল ও আর্ত্তস্বরে বলিল "আমার পিতামাতা অদ্য দুই দিবস কিছু খাইতে পান নাই আপনি অনুগ্রহ করিয়া আমাকে কিছু দিউন।" কোথায় তোমার পিতামাতা দেখাইয়া দাও" এই বলিয়া বালকের সঙ্গে কৌণ্ট চলিলেন। বালকের আলয়ে উপস্থিত হইয়া দেখিলেন যে তাহার পিতা মাতা অনাহারে যথার্থই মৃতকল্প। তিনি তাহাদিগের দুঃখমোচনার্থ কিছু অর্থ প্রদান করাতে তাহারা সকলে তাঁহার পা জড়াইয়া ধরিয়া কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিতে লাগিল। এই উপকার-কার্য্য সাধন করিয়া কাউণ্ট অপরিসীম বিশুদ্ধ আনন্দ উপভোগ করিলেন এবং কুটীর হইতে বহির্গত হইয়া বলিলেন "আমি কি নির্ব্বোধ! এমন সুখের আকর পৃথিবীকে পরিত্যাগ করিয়া যাইতেছিলাম।" পরোপকার বিষয়ে বলিয়া সাধা-

† এই বক্তৃতার মর্ম্ম ৫০ ব্রাহ্ম সম্বতের চৈত্র মাসের তত্ত্ববোধিনী পত্রিকাতে "জাতিত্বের উপাদান বাঙ্গালী জাতি" এই শিরস্কে প্রকাশিত হইয়াছে।

রণতঃ ধর্ম্মের দুঃখ-সান্ত্বনাকারী গুণ, মানব প্রকৃতির ভাবাংশ অর্থাৎ শ্রদ্ধা ভক্তি প্রীতির চরিতার্থতা ব্যতীত মনুষ্য কখন সুখী হইতে পারে না এবং তাহাদের সম্পূর্ণ পরিতৃপ্তি সাধন কেবল ধর্ম্মেতেই হয় এবং যেমন আমাদিগের সকল নৈসর্গিক অভাব মোচন জন্য নৈসর্গিক বিধান আছে, ক্ষুধার বিষয় যেমন অন্ন আছে, তৃষ্ণার বিষয় যেমন জল আছে তেমনি প্রীতি ও ভক্তি-বৃত্তি ও পূর্ণ নিত্য সুখের ইচ্ছা-পরিতৃপ্তিকারী—ঈশ্বর ও পরকাল আছে এই সকল বিষয়ে বলি, পরিশেষে নিম্ন-লিখিত শ্লোক পাঠ দ্বারা আশীর্ব্বাদ করিয়া বক্তৃতা সমাপন করি।

"ধর্ম্মে মতির্ভবতু বঃ সততোত্থিতানাম্
সহ্যেকএব পরলোকগতস্য বন্ধুঃ।
অর্থাস্ত্রিয়শ্চ নিপুণৈরপি সেব্যমানা
নৈবাপ্তভাবমুপযান্তি ন চ স্থিরত্বং॥"

"সতত উদ্‌যোগশী-লতোমাদিগের ধর্ম্মে মতি হউক, পরলোক-গমন-কালে সেই ধর্ম্মই একমাত্র বন্ধু। অর্থ এবং স্ত্রী অতি নিপুণতার সহিত সেবিত হইলেও কখন আপনার হয় না; তাহাদের কোন স্থিরতাও নাই।"

১২ মাঘ। অদ্য সাম্বৎসরিক উৎসব উপলক্ষে ভোজ দেওয়া যায়। অদ্য ভারতী ও হিন্দুধর্ম্ম বিষয়ে ঢাকার জজ বাবু গঙ্গাচরণ সরকারের বক্তৃতা পাঠ করি। এই বক্তৃতাতে হিন্দুধর্ম্ম বিষয়ে জ্ঞান বিলক্ষণ প্রদর্শিত হইয়াছে। লেখাও বাগ্মিতাসূচক।

ক্রমশঃ।

বিজ্ঞাপন।

আগামী ১১ মাঘ সাম্বৎসরিক ব্রাহ্মসমাজ উপলক্ষে ১১।১২।১৩ মাঘে আদি ব্রাহ্মসমাজের পুস্তকালয়স্থ বিক্রেয় পুস্তক সকল ও পুরাতন তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা সকল নিম্নলিখিত নগত মূল্যে বিক্রয় হইবে।

মফস্বলের ক্রেতাগণ ১১ মাঘের মধ্যে মণিঅর্ডার বা হুণ্ডি দ্বারা পুস্তকের মূল্য ও আনুমানিক ডাক মাশুল শ্রীযুক্ত প্রসন্নকুমার বিশ্বাস সহকারী সম্পাদকের নিকট পাঠাইলে পুস্তক প্রাপ্ত হইবেন, ডাকের টিকিট পাঠাইবেন না।

নির্দ্ধারিত মূল্য।

প্রকৃত অসাম্প্রদায়িকতা কাহাকে বলে? /০
জীবনের উদ্দেশ্য ও তৎসাধনের উপায় ৶০
গীতাঙ্কুর ... ... /০
ব্রহ্মসঙ্গীত সম্পূর্ণ ভাল বাঁধা ... ৷০
এতদ্দেশীয় স্ত্রীলোকদিগের পূর্ব্বাবস্থা ... ৷০
আত্মোৎকর্ষবিধান ... ১৶০
ব্রাহ্ম বিবাহ বিচার ৵
ব্রাহ্ম ধর্ম্মের অসাম্প্রদায়িকতা ৵
সঙ্গীত মঞ্জরী ৶০
সঙ্গীত হার ।০
ব্রহ্মসঙ্গীত শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্র কুমার রায় চৌধুরী প্রণীত ... ... /১০
রাজা রামমোহন রায়ের গ্রন্থাবলী ১ম সংখ্যা হইতে ১৩শ সংখ্যা পর্য্যন্ত প্রতি সংখ্যার মূল্য ৷০
বাঙ্গালা ভাষা ও সাহিত্য বিষয়ক বক্তৃতা ৷০
ভগবদ্গীতাসংগ্রহ .. ... ।০

	Rs	As	P.
A Discourse against Hero-making in religion		12	"
in religion	"	4	"
Science of Religion	"		"
Leonard's History of the Brahmo Samaj	3	"	6
Who is Christ ?	,		"

২৫ টাকা কমিসন বাদে নির্দ্ধারিত মূল্য।

ব্রাহ্মধর্ম্মের ব্যাখ্যান সম্পূর্ণ (নূতন সংস্করণ) ৩৸০
ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ড তাৎপর্য্য সহিত (লাল কাল অক্ষরে) ... ১৷০
ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ড তাৎপর্য্য সহিত (ঐ ভাল বাঁধা) ১৸৶০
ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ড তাৎপর্য্য সহিত (মূল ও টীকা দেবনাগর অক্ষরে ও তাৎপর্য্য বাঙ্গালা অক্ষরে) ২৷৶০
বেদান্তপ্রবেশ ৸০
বক্তৃতা কুসুমাঞ্জলি ... ৸০
স্তুতি ৸০

ব্রাহ্মধর্ম্মের মত ও বিশ্বাস ...	।৶০
রাজনারায়ণ বসুর বক্তৃতা প্রথম ভাগ	।৵০
রাজনারায়ণ বসুর বক্তৃতা দ্বিতীয় ভাগ	॥৴০
হিন্দুধর্ম্মের শ্রেষ্ঠতা ...	।৶০
গৃহকর্ম্ম	৶০
প্রাত্যহিক ব্রহ্মোপাসনা ...	৵ ৫

	As	P.
Defence of Brahmoism and the Brahma Samaj	3	,,
Brahmic Questions of the Day	4	6
Brahmic Advice, Caution and Help	2	3
Adi Brahma Samaj, its Views and Principles	1	6
Adi Brahma Samaj as a Church	2	3
A Reply to the Query; "What is Brahmoism?"	3	,,
Theistic Toleration and Diffusion of Theism	0	9
Reply to Bishop Watson's Apology for the Bible	4	6

নির্দ্ধারিত অর্দ্ধ মূল্য।

ব্রহ্মবিদ্যালয়	॥০
ব্রাহ্মধর্ম্মের ব্যাখ্যান—প্রথম প্রকরণ	।০
ব্রাহ্মধর্ম্মের ব্যাখ্যান—দ্বিতীয় প্রকরণ	।০
মাসিক ব্রাহ্মসমাজের উপদেশ ...	।০
ব্রাহ্মধর্ম্মের উচ্চ আদর্শ ও আমাদিগের আধ্যাত্মিক অভাব ...	৵০
সংস্কৃত ব্রাহ্মধর্ম্ম (দেবনাগর অক্ষরে)	।০
বাঙ্গালা ব্রাহ্মধর্ম্ম ১ ম ও ২ য় খণ্ড	৵০
বাঙ্গালা ব্রাহ্মধর্ম্ম দ্বিতীয় খণ্ড ...	৴০
বাঙ্গালা ব্রাহ্মধর্ম্ম তাৎপর্য্য সহিত ...	।০
কলিকাতা ব্রাহ্মসমাজের বক্তৃতা ...	৶০
ব্রাহ্মসমাজের বক্তৃতা	৶০
কাশীশ্বর মিত্রের বক্তৃতা ...	।০
বেহালা ব্রাহ্মসমাজের বক্তৃতা	৶০
ভবানীপুর সাম্বৎসরিক সমাজের বক্তৃতা	৲১০
বোয়ালিয়া ব্রাহ্মসমাজের প্রার্থনা ও উপদেশ	॥০
তত্ত্ববিদ্যা দ্বিতীয় সংস্করণ ...	৸০
ধর্ম্মতত্ত্বদীপিকা প্রথম ভাগ ...	॥০
ধর্ম্মতত্ত্বদীপিকা দ্বিতীয় ভাগ ...	॥০
ধর্ম্মতত্ত্বদীপিকা প্রথম ও দ্বিতীয় ভাগ একত্রে	১৲
অধিকারতত্ত্ব	।০
হিন্দুধর্ম্মনীতি	॥০
ধর্ম্ম ও জ্ঞানের মীমাংসা ...	৴১০
তত্ত্বপ্রকাশ	৴১০
ধর্ম্মতত্ত্বালোচনা	৴১৫
ব্রহ্মোপাসনা	৲১০
ব্রহ্মোপাসনা পদ্ধতি ...	৲২০
ধর্ম্ম-শিক্ষা	৴০
প্রবচন সংগ্রহ	৲১৫
ব্রহ্ম-সঙ্গীত চতুর্থ ভাগ ...	৴০
ব্রহ্ম-সঙ্গীত পঞ্চম ভাগ ...	৴০
সঙ্গীতমুক্তাবলি ১।২ ভাগ একত্রে	৵০
সঙ্গীত মুক্তাবলি তৃতীয় ভাগ ...	৵০
কুমারশিক্ষা	৵০
প্রশ্নমঞ্জরী ...	।০
প্রভাত-কুসুম ...	৵১০
ধর্ম্মদীক্ষা	৲২০
ব্রহ্মসাধন	৴০
ব্রহ্মজ্ঞানসূত্র তাৎপর্য্য সহিত ...	৴১০
ব্রাহ্মধর্ম্ম ভাব প্রথম খণ্ড ...	৲১৫
ব্রাহ্মধর্ম্ম ভাব দ্বিতীয় খণ্ড ...	৴০
ব্রাহ্মধর্ম্মের সহিত জন-সমাজের সম্বন্ধ	৲১০
ব্রাহ্মধর্ম্ম ও ব্রাহ্মসমাজ বিষয়ক প্রস্তাব	৲২০
উপদেশ	৲৫
দুর্গোৎসব ...	৲১০
পঞ্চবিংশতি বৎসরের পরীক্ষিত বৃত্তান্ত	৲১০

	Rs	As	P.
Ontology	1	,,	,,
Hindoo Theism	,,	,,	6
Theist's Prayer Book	,,	,,	6
Signs of the Times	,,	,,	6
Doctrine of Christian Resurrection	,,	1	,,
Physiology of Idolatry	,,	1	,,
Miracles or the Weak Points of Revealed Religion	,,	4	,,

নির্দ্ধারিত সিকি মূল্য।

মাঘোৎসব	।০
দশোপদেশ	৵১০

সংস্কৃত ব্রাহ্মধর্ম্ম (টীকা সহিত)	...	।০
অনুষ্ঠান-পদ্ধতি ...	...	৶০
বৃত্তি সহিত কঠোপনিষৎ (দেবনাগর অক্ষরে)		১০

১৭৬৯ শক অবধি ১৮০২ শক পর্য্যন্ত (১৭৭৪ ও ১৭৮১ শক বাদে) যে সকল তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা পুস্তকালয়ে উপস্থিত আছে, তৎসমুদায়ও অর্দ্ধমূল্যে অর্থাৎ প্রতি বৎসরের একত্র বাঁধান ২৷০ টাকার হিসাবে বিক্রয় হইবে।

নির্দ্ধারিত মূল্যের পুস্তক সকল অন্যূন দশ টাকার ক্রয় করিলে শতকরা ১২৷০ টাকার হিসাবে কমিসন দেওয়া হইবে।

তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ৩, পশ্চাৎদেয় বার্ষিক মূল্য ৪৷০ ডাক মাশুল ।৶০।

তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার প্রথম কল্প অর্থাৎ (১৭৬৫ শকের ভাদ্র, যে মাস হইতে উক্ত পত্রিকা প্রথম প্রকাশ হইতে আরম্ভ হয় তদবধি ১৭৬৮ শকের চৈত্র পর্য্যন্ত) চারি বৎসরের পত্রিকা পুনর্মুদ্রিত হইবার কল্পনা হইতেছে। দুই শত গ্রাহক হইলে উক্ত কার্য্যে প্রবৃত্ত হওয়া যাইতে পারে। যাঁহারা গ্রাহকশ্রেণীভুক্ত হইতে ইচ্ছা করেন, তাঁহারা আদি ব্রাহ্মসমাজের সম্পাদকের নিকট স্বীয় নাম ধাম লিখিয়া পাঠাইবেন। উহার বার্ষিক অগ্রিম মূল্য ৩ টাকা অর্থাৎ প্রথম কল্পের অগ্রিম মূল্য ১২ বার টাকা।

ব্রহ্ম সঙ্গীত।

নূতন সংস্করণ।

এই পুস্তক পুনর্মুদ্রিত হইয়াছে। পূর্ব্বকার সমুদায় এবং কতকগুলি নূতন সঙ্গীত সন্নিবেশিত হইয়া ইহার আকার বর্দ্ধিত হইয়াছে। মূল্য ৷০ আনা।

শ্রীজ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর
সম্পাদক।

আয় ব্যয়।

ব্রাহ্ম সম্বৎ ৫২।

আশ্বিন, কার্ত্তিক ও অগ্রহায়ণ।

আদি ব্রাহ্মসমাজ।

আয়	...	...	১০২৭৷৫
পূর্ব্বকার স্থিত			২৪৩৮/০
সমষ্টি	...	...	৩৪৬৫৷/৫
ব্যয়	...	...	১৩০০৶১০
স্থিত	...	...	২১৬৫৷/১৫

আয়

ব্রাহ্মসমাজ	১৮০৶১০
দান প্রাপ্তি।	
শ্রীযুক্ত রামসুন্দর রায় খেতুপাড়া	২১৲
„ সারদাপ্রসাদ গঙ্গোপাধ্যায়	১০৲
„ ঈশানচন্দ্র মুখোপাধ্যায়	৪৲
„ কান্তিচন্দ্র মুখোপাধ্যায় গোলাঘাট	৩৷৶০
„ আশুতোষ ধর	২৲
„ রাজকৃষ্ণ আঢ্য	২৲
„ হরচন্দ্র সার্ব্বভৌম ফিরোজপুর	১৷৶০
„ বেচারাম চট্টোপাধ্যায়	১৲
„ রাজারাম মুখোপাধ্যায়	১৲
„ বনমালী চন্দ্র	১৲
শুভকর্ম্মের দান	
শ্রীযুক্ত দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর	১০০৲
„ রাখালচন্দ্র রায়	
মোহর ১ থান	১৮৷/০
আনুষ্ঠানিক দান	
শ্রীযুক্ত দ্বিপেন্দ্রনাথ ঠাকুর	১০৲
... ...	১৭৫৷/০
	৪৷৶১০
সঙ্গীতের কাগজ বিক্রয়	
	১৮০৶১০
তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা ...	১৮৪৸৶১০
পুস্তকালয় ...	৪৩৷৶০
যন্ত্রালয় ...	৪১১৶৫
গচ্ছিত ...	৫৭।/০
গবর্ণমেণ্ট সেবিংশ বেঙ্ক ...	১৫০.
সমষ্টি	১০২৭৷৫

ব্যয়

ব্রাহ্মসমাজ	২০১।/০
তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা ...	২৭৭৶০
পুস্তকালয়	৮৫৶১০
যন্ত্রালয়	৬৮২৸৶১০
গচ্ছিত	৫৩৷৶১০
সমষ্টি	১৩০০৶১০

শ্রীজ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর
সম্পাদক।